

দেশের..... পৃ. ৫

জনমত

www.?????

১ম বর্ষ | সংখ্যা ১ | পৃষ্ঠা ৮

শনিবার ৩ মে ১০২৫ | ১৯ বৈশাখ ১৪৩২

দেশের... পৃ. ৫



মাধ্যমিকে জয়জয়কার জেলারই

প্রথম দশে ৬৬ পরীক্ষার্থী, পাশের হারে শীর্ষে পূর্ব মেদিনীপুর



নিজস্ব প্রতিনিধি— ২ মে, শুক্রবার প্রকাশিত হল ২০২৫-এর মাধ্যমিক ফলাফল। এ বার ৬৯ দিনের মাথায় ফলপ্রকাশ করা হয়েছে। চলতি বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ১০ ফেব্রুয়ারি। শেষ হয় ২২ ফেব্রুয়ারি। ২০২৫ সালের পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছে চর্চা—কে এগিয়ে, মেয়েরা না ছেলেরা? শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক প্রতিযোগিতা নতুন কিছু নয়, তবে প্রতি বছর এই পরিসংখ্যান নানা দিক থেকে শিক্ষাব্যবস্থার অগ্রগতিকে চোখে আনে। এবছরের ফলাফলে উঠে এসেছে একটি চমকপ্রদ চিত্র—যেখানে পরীক্ষায় বসার সংখ্যায় মেয়েরা এগিয়ে থাকলেও, পাশের হারে ছেলেরা এগিয়ে।

চলতি বছর মোট ৯,১৩,৮৮৩ জন পরীক্ষার্থী মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছেন। এর মধ্যে মেয়ে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫,৪৩,৫৪৪ জন, যেখানে ছেলে পরীক্ষার্থী ৪,২৫,৮৮১ জন। পরিসংখ্যান বলছে, মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে ১,১৭,৬৬৩ জন বেশি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। অর্থাৎ, অংশগ্রহণের দিক থেকে মেয়েরা যথেষ্ট উৎসাহ এবং অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে।

তবে পাশের হার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ছেলেরা মেয়েদের থেকে কিছুটা এগিয়ে। এবছর ছেলেদের পাশের হার ৮৯.১৯%, অন্যদিকে মেয়েদের পাশের হার ৮৪.৩১%। প্রায় ৪.৮৮ শতাংশ ব্যবধানে ছেলেরা মেয়েদের ছাপিয়ে গিয়েছে।আরও যে তথ্য উঠে আসে মোট পাশের হার ৮৬.৫৬ শতাংশ, যা বিগত বছরের তুলনায় কিছুটা নিম্নমুখী হলেও সার্বিকভাবে এখনও ইতিবাচক। তবে শিক্ষাবিদদের মতে, মেয়েদের অংশগ্রহণের হার যেভাবে বাড়ছে, তাতে আগামী দিনে পাশের হারেও তার প্রতিফলন দেখা যাবে।

এবছর প্রথম হয়েছে উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ করোনেশন স্কুলের ছাত্র আদৃত সরকার। তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৯৬, যা ৯৯.৪৩ শতাংশ। এই অভাবনীয় ফলাফল আরও একবার প্রমাণ করে দেয়, পরিশ্রম আর নিয়মিত চর্চাই সাফল্যের চাবিকাঠি। মেয়েরা শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হয়ে উঠছে, সমাজের নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তারা বড় সংখ্যায় পরীক্ষায় বসছে। অন্যদিকে, ছেলেরা তুলনামূলকভাবে কম সংখ্যায় পরীক্ষায় বসলেও তারা ফলাফলে উন্নতি করছে। এটি সমাজের দুই লিঙ্গের শিক্ষার ভিন্ন ধারা ও বাস্তবতাকে তুলে ধরে।

তবে একটি বিষয় স্পষ্ট—পরীক্ষার ময়দানে লিঙ্গ নয়, পরিশ্রম আর মনোযোগই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। আগামী দিনে এই ব্যবধান যেন আরও ঘুচে যায়, সেই দিকেই তাকিয়ে রয়েছে সমগ্র শিক্ষামহল।

১৫ বছর পর হুঁশ ফেরাল ফের একটা আগুন

শহরে 'রুফ টপ' বন্ধের সিদ্ধান্ত কলকাতা পুরসভার

সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়





২০১০ এ স্টিফেন কোর্ট অগ্নিকাণ্ডের পরও হুঁশ ফেরেনি। অবশেষে ২০২৫ -এ ১৫ বছর পর কলকাতার মেছুয়া বাজারের কাছে হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের পর হুঁশ ফিরল কলকাতা পুরসভার ! স্টিফেন কোর্টের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সে কারণে এবার কলকাতা শহরের সমস্ত বাড়ির ছাদ উন্মুক্ত রাখতে হবে। রুফটপ-এর নামে বসতবাড়ি হোক বা ব্যবসায়িক ভবনের ছাদ কোনভাবেই অবরুদ্ধ করে রাখা যাবে না। আজই এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করতে চলেছে কলকাতা পুরসভা বলে জানান কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে মেয়র জানিয়েছেন "শহরে আর কোন রুপ টপ থাকবে না। আজকেই আমরা একটা নোটিফিকেশন করছি রুফ টপ আর শহরে থাকবে না।

ছাদ কোন একজনের হতে পারে না, বাড়ির ছাদ সবার। ছাদ বেড়ানোর জায়গা নয়।" ফিরহাদ হাকিম আরও বলেন "ছাদ হচ্ছে সবার সেটা দখল করা যাবে না। ছাদ কেউ বিক্রি করতে পারবে না, সিঁড়ি বিক্রি করতে পারবে না।"

মেয়র বলেন, স্টিফেন কোর্টে এই ধরনের ঘটনা হয়েছিল। সিঁড়ি ছিল কিন্তু ছাদ বন্ধ ছিল। ফলে আগুন লাগার সময় কেউ ছাদে আশ্রয় নিতে পারেননি। শহরের চলমান সমস্ত রুফ টপ বন্ধ করতে হবে। সব দফতরকে নিয়ে একটা কমিটি করা হবে। সবাইকে মিলে একটা কমিটি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গঠন করে দিয়েছেন। আমরা কালকেই বলে দিয়েছি ছাদ বন্ধ করে রাখা যাবে না। ম্যাগমা হাউসের উপরে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। যেখানে যেখানে আমাদের নজরে আসবে সেখানেই বন্ধ করা হবে। পাশাপাশি নাগরিকদের দায়বদ্ধতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন কলকাতা মেয়র।

মেয়রের মতে " সিটিজেন রেসপনসিবিলিটি বলে একটা বিষয় আছে। শুধু প্রশাসনের দায়িত্ব থাকতে পারে না। আমরা প্রত্যেকটি লোকের পিছনে লোক লাগাতে পারি না। ইতিমধ্যেই লালবাজারকে বলা হয়েছে থানা থেকে তালিকা দিতে । সেই তালিকা ধরেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানান মেয়র।

মেয়রের দাবি, স্টিফেন কোর্টের সময় অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ছিল না। তৃণমূল সরকার আসার পর সেখানে ফায়ার অডিট করা হয়েছে। আগে যেগুলো ধর্মশালা ছিল, পরে সেগুলো বেআইনিভাবে গোডাউন করে শাটার লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলেও জানান মেয়র। এই সমস্ত গোডাউনের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান মেয়র।

ফের শহরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড!

বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠলো গোটা এলাকা

দেবরাজ হালদার

কলকাতায় ফের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। শুক্রবার টেকনোপলিসের কাছে একটি কারখানায় আগুন লাগে। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় বিস্তীর্ণ এলাকা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন। জানা গিয়েছে, যে জায়াগায় আগুন লেগেছে সেটি একটি হলোগ্রাম তৈরির সংস্থার কারখানা।তাই সেখানে মজুত ছিল বিপুল পরিমাণে কেমিক্যাল।আর তাতেই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আগুন।পাশাপাশি আগুন লাগার সাথে সাথেই বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া যায় কারখানার বাইরে থেকে। সেইজন্য আগুন যাতে দ্রুত ছড়িয়ে না পড়ে প্রথম থেকেই পরিস্থিতি সামাল দিতে থাকে দমকল বাহিনী। তবে স্বস্তির বিষয় শুক্রবার আগুন লাগার ঘটনায় কোন হতাহতের খবর সামনে আসেনি।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সেক্টর ফাইভের কেন্দ্রীয় আয়ুর্বেদ গবেষণা কেন্দ্রে ঠিক পাশেই ছিল রাসায়নিক কারখানাটি। কারখানাটিতে প্রচুর পরিমানে দাহ্য পদার্থ উপস্থিত থাকায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। পাশের আয়ুর্বেদ কেন্দ্রে আগুন ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। প্রথমে আগুন কারখানাটির তিন তলায় ছড়িয়ে পড়ে । সেই আগুন দমকলকর্মীরা নেভাতে সক্ষম হন তার কিছুক্ষণ পরে দ্বিতলে ফের আগুন লেগে যায় এবং বেশ কয়েকটি বিস্ফোরণও হয়। মজুদ ছিল প্রচুর সিলিন্ডার সেখানেই গ্যাসের সিলিন্ডার ফেটে বিস্ফোরণ হয় বলে জানা যায় ।

সূত্রের খবর, ওই কারখানার মধ্যে দাহ্য পদার্থ একেবারে ঠাসা ছিল। তাই সেখানে দ্রুত দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে। আগুন নেভাতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয় দমকল বাহিনীকে। অন্যদিকে আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু এবং বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার মুকেশ। দমকল মন্ত্রী জানিয়েছেন, দমকল কর্মীরা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেছেন। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে নেওয়া হবে পরবর্তী পদক্ষেপ।বলা বাহুল্য, কিছুদিন আগে মেছুয়া বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছিল।এই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে ফের কলকাতায় ঘটল অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা।

পাক প্রধানমন্ত্রী শরিফকে 'ডিজিটাল স্ট্রাইক' মোদী সরকারের



দিল্লি, ২ মে— ফের একবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে স্ট্রাইক নরেন্দ্র মোদী সরকারের! ভারতের মাটিতে আর দেখা যাবে না সে দেশের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফকে! এবার পাক প্রধানমন্ত্রীর অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেল ভারতে বন্ধ করে দিল নরেন্দ্র মোদী সরকার। নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে ওই ইউ টিউব চ্যানেল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

শুধু পাক প্রধানমন্ত্রীই নয়, রাষ্ট্রপতি আসিফ আলী জারদারি, মরিয়ম নওয়াজ, বিলাওয়াল ভুট্টো সহ অনেক পাকিস্তানি নেতা ও মন্ত্রীর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পহেলগাঁও হামলার পর থেকেই ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে বাড়ছে উত্তেজনা। একেবারে যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

আর এর মধ্যেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 'কূটনীতিক স্ট্রাইক' চালিয়েছে সরকার। সিন্ধু চুক্তি বাতিল করে পাকিস্তানকে একেবারে ভাতে মারার ছক তৈরি। আর এর মধ্যেই 'ডিজিটাল স্ট্রাইক' চালাচ্ছে সরকার। পাকিস্তানের ১৬টি ইউটিউব চ্যানেলকে নিষিদ্ধ করেছিল ভারত। ভারতের বিরুদ্ধে লাগাতার বিদ্বেষমূলক প্রচার চালাচ্ছিল ওই চ্যানেলগুলি।

ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় সোনিয়া-রাহুলকে আদালতের নোটিস

দিল্লি, ২ মে— চলতি মাসেই ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় সনিয়া গান্ধী এবং রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সেই চার্জশিটের ভিত্তিতে এ বার শুনানি শুরু করতে চায় আদালত। এই মর্মেই সনিয়া, রাহুল-সহ চার্জশিটে নাম থাকা অন্য অভিযুক্তদের নোটিস পাঠাল দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত।

শুক্রবার আদালত জানিয়েছে, চার্জশিটে ইডি সনিয়া, রাহুল-সহ কয়েক জনের নাম উল্লেখ করেছে। এই মামলার শুনানির প্রয়োজন আছে। সেই কারণে সকলকে নোটিস পাঠানো হয়েছে। আগামী ৮ মে এই মামলার পরবর্তী শুনানি। আদালত আরও মনে করে, এই মামলাটি নিয়ে বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে। এই পর্যায়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলাটি আনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রহণ করার আগে তাঁরা তাঁদের বক্তব্য জানাতে পারেন। এই অধিকার তাঁদের রয়েছে। সেই কারণে শুনানির প্রয়োজন। এই অধিকার কখনওই আর্থিক তছরুপ প্রতিরোধ আইনের (পিএমএলএ) বিধানের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ নয়। আদালতের মতে, অভিযুক্তরা বক্তব্য জানালে তা কখনই ইডির তদন্তে কোনও প্রভাব ফেলবে না।

এপ্রিলের শুরুর দিকে ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় আদালতে চার্জশিট জমা করেছিল ইডি। বিশেষ বিচারক বিশাল গগনে সেই চার্জশিট পর্যালোচনা করেন। তার পর ১৫ এপ্রিল সেই চার্জশিট গৃহীত হয়। সনিয়া, রাহুল ছাড়াও চার্জশিটে নাম রয়েছে কংগ্রেস নেতা স্যাম পিত্রোদা, সুমন দুবের।



সত্যজিৎ রায়ের ১০৪তম জন্মদিনে তাঁর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা পুত্র সন্দীপ রায়ের। —নিজস্ব চিত্র

কেঁপে উঠল আর্জেন্টিনা এবং চিলি, মাত্রা ৭.৪, জারি সুনামির সতর্কতা

বুয়েনস আয়ার্স, ২ মে— ফের ভূমিকম্প।এবার কেঁপে উঠল লিয়োনেল মেসির দেশ। ভারতীয় সময় অনুযায়ী শুক্রবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ আমেরিকার দুই দেশ চিলি এবং আর্জেন্টিনার দক্ষিণ উপকূলে তীব্র ভূমিকম্প হয়েছে। আমেরিকার জিয়োলজিক্যাল সার্ভের রিপোর্ট অনুযায়ী, রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৭.৪। কম্পনের পরেই ওই এলাকায় জারি হয়েছে সুনামির সতর্কতা।

প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থলটি ছিল সমুদ্রের তলদেশে কেপ হর্ন এবং আন্টার্কটিকার মধ্যবর্তী অঞ্চলে, আর্জেন্টিনার উশুয়াইয়া উপকূল থেকে ২১৯ কিলোমিটার দূরে, সমুদ্রপৃষ্ঠের মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে। সংবাদ সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, ভূমিকম্পের জেরে আপাতত কোনও ক্ষয়ক্ষতি বা প্রাণহানির খবর মেলেনি। তবে জারি হয়েছে সুনামির সতর্কতা।

চিলির জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা দল জানিয়েছে, সুনামির আগেই দেশের দক্ষিণের ম্যাগেলান উপকূল থেকে বাসিন্দাদের অবিলম্বে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। চিলির প্রেসিডেন্ট গ্যাব্রিয়েল বরিকও ওই এলাকা থেকে বাসিন্দাদের চলে যেতে অনুরোধ করেছেন।

ফুটপাতে বাসন মেজে মাধ্যমিকে সফল প্রিয়াঙ্কা-সোনিয়াকে কুর্নিশ

সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়



সাকিন, কলকাতার ফুটপাত। কাজ, ফুটপাতে হোটেলগুলোতে বাসন মাজা। ফুটপাতই ওদের জীবন-মরণ। ইটের বালিশ মাথায় দিয়ে পূর্ণিমার চাঁদ সত্যি যেন ওদের কাছে ঝলসানো রুটি। তবুও কংক্রিটের ফুটপাতে শুয়ে একবুক স্বপ্ন নিয়ে গতকাল রাতেও বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছে ওরা। অজ সকালের সূর্য জানিয়ে দিয়েছে স্বপ্নপূরণ হয়েছে ওদের। মাধ্যমিক ২০২৫ এর সফল পরীক্ষার্থীদের তালিকায় নাম রয়েছে প্রিয়াঙ্কা প্রামানিক ও সোনিয়া ঘোষের। ফুটপাতের বাসিন্দা হয়ে পড়াশোনা করেই মাধ্যমিক পাশ করল প্রিয়াঙ্কা-সোনিয়া।

তবে বড্ড কঠিন ছিল এই জার্নিটা। দক্ষিণ কলকাতার সাদার্ন এভিনিউ এর বাসিন্দা প্রিয়াঙ্কা কালীধন ইনস্টিটিউশন এর ছাত্রী এবং সোনিয়া টালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলের ছাত্রী। দুজনেরই মাথার উপর বাবা নেই । সংসারের অনটন এবং রোজগারের বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়ে বছর দুয়েক আগে দুজনেই পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ফুটপাতেরই বিভিন্ন হোটেলে বাসন মাজার কাজ করে যেটুকু উপার্জন হয় তা দিয়েই সংসার চালায় দুজনে। কিন্তু বুক ভরা স্বপ্ন ছেড়ে দেয়নি ওরা। অদম্য ইচ্ছাশক্তি এর স্বপ্ন দেখায় ওদের। পড়াশোনা করার জন্য ওদের আকুতি দেখে এগিয়ে আসে স্থানীয় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগেই ফের পড়াশোনা শুরু হয় প্রিয়াঙ্কা-সোনিয়ার। সকাল সাড়ে সাতটা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার স্কুলে পড়াশোনা করত ওরা। সংসার তো চালাতে হবে, তাই পড়াশোনা ফাঁকেই বাসন মাজার কাজও চালু ছিল। অদম্য ইচ্ছা শক্তি এবং বুকভরা স্বপ্নকে অবলম্বন করে চরম প্রতিকূলতার মধ্যেও অবশেষে মিলেছে সাফল্য। মাধ্যমিকের সফল পরীক্ষার্থীদের মধ্যে নিজেদের স্থান করে নিয়েছে ফুটপাতের বাসিন্দা

শুক্রবার সকাল থেকেই এই দীর্ঘ লড়াইয়ের ফল জানতে উৎসুক ছিল প্রিয়াঙ্কা ও সোনিয়া। কিন্তু ফুটপাতে তো আর টিভি নেই বা নেই কোনও ওয়েবসাইটের ব্যবস্থা। তাই সকাল সকালেই দুই বন্ধু শরণাপন্ন হন তাদের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্ণধার দিদির কাছে, মিত্রবিন্দা ঘোষ। তিনি মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ওয়েবসাইটে ওদের এডমিট কার্ড ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর মিলিয়ে দেখে প্রিয়াঙ্কা ও সোনিয়ার সাফল্য গাঁথার খবর দেন। মিত্রবিন্দা ঘোষ জালিয়েছেন " পাস করার খবর পেতেই ওদের মধ্যে যে উচ্ছ্বাস দেখেছি তাতে আমার দু'চোখ জলে ভরেছে। ওদের কষ্টটা না দেখলে অনুভব করা যাবে না যে চরম প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়েও নিজেদের স্বপ্ন পূরণে কতটা বদ্ধপরিকর ছিল প্রিয়াঙ্কা ও সোনিয়া।"

প্রিয়াঙ্কা ও সোনিয়ার স্বপ্নের উড়ান এখনই থামতে চায় না। সে কথা জানিয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্ণধার বলেন " ওরা যদি আরও এগোতে চায় তাহলে আমরা ওদের পাশে আছি।"

বাস্তবিকপক্ষে, জীবনযুদ্ধকে জয় করে সাফল্যের কাহিনীটি এক কথায় কি বলবেন, 'স্বপ্নপূরণের উপাখ্যান?'

প্রিয়াঙ্কা-সোনিয়া, চরম দারিদ্র ও প্রতিকূলতার জীবন যুদ্ধে জয়ী হয়ে স্বপ্নপূরণের লড়াইতে সফল হওয়া প্রিয়াঙ্কা ও সোনিয়াকে আমরাও কুর্নিশ জানাই।

ফুটপাতে বাসন মেজে মাধ্যমিকে সফল প্রিয়াঙ্কা-সোনিয়াকে কুর্নিশ

সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়

সাকিন, কলকাতার ফুটপাত। কাজ, ফুটপাতে হোটেলগুলোতে বাসন মাজা। ফুটপাতই ওদের জীবন-মরণ। ইটের বালিশ মাথায় দিয়ে পূর্ণিমার চাঁদ সত্যি যেন ওদের কাছে ঝলসানো রুটি। তবুও কংক্রিটের ফুটপাতে শুয়ে একবুক স্বপ্ন নিয়ে গতকাল রাতেও বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছে ওরা। অজ সকালের সূর্য জানিয়ে দিয়েছে স্বপ্নপূরণ হয়েছে ওদের। মাধ্যমিক ২০২৫ এর সফল পরীক্ষার্থীদের তালিকায় নাম রয়েছে প্রিয়াঙ্কা প্রামানিক ও সোনিয়া ঘোষের। ফুটপাতের বাসিন্দা হয়ে পড়াশোনা করেই মাধ্যমিক পাশ করল প্রিয়াঙ্কা-সোনিয়া।তবে বড্ড কঠিন ছিল এই জার্নিটা। দক্ষিণ কলকাতার সাদার্ন এভিনিউ এর বাসিন্দা প্রিয়াঙ্কা কালীধন ইনস্টিটিউশন এর ছাত্রী এবং সোনিয়া টালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলের ছাত্রী। দুজনেরই মাথার উপর বাবা নেই । সংসারের অনটন এবং রোজগারের বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়ে বছর দুয়েক আগে দুজনেই পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ফুটপাতেরই বিভিন্ন হোটেলে বাসন মাজার কাজ করে যেটুকু উপার্জন হয় তা দিয়েই সংসার চালায় দুজনে। কিন্তু বুক ভরা স্বপ্ন ছেড়ে দেয়নি ওরা। অদম্য ইচ্ছাশক্তি এর স্বপ্ন দেখায় ওদের। পড়াশোনা করার জন্য ওদের আকুতি দেখে এগিয়ে আসে স্থানীয় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগেই ফের পড়াশোনা শুরু হয় প্রিয়াঙ্কা-সোনিয়ার। সকাল সাড়ে সাতটা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার স্কুলে পড়াশোনা করত ওরা। সংসার তো চালাতে হবে, তাই পড়াশোনা ফাঁকেই বাসন মাজার কাজও চালু ছিল। অদম্য ইচ্ছা শক্তি এবং বুকভরা স্বপ্নকে অবলম্বন করে চরম প্রতিকূলতার মধ্যেও অবশেষে মিলেছে সাফল্য। মাধ্যমিকের সফল পরীক্ষার্থীদের মধ্যে নিজেদের স্থান করে নিয়েছে ফুটপাতের বাসিন্দা প্রিয়াঙ্কা-সোনিয়া। চরম দারিদ্র ও প্রতিকূলতার জীবন যুদ্ধে জয়ী হয়ে স্বপ্নপূরণের লড়াইতে সফল হওয়া প্রিয়াঙ্কা ও সোনিয়াকে আমরাও কুর্নিশ জানাই।

আজ সকাল থেকেই এই দীর্ঘ লড়াইয়ের ফল জানতে উৎসুক ছিল প্রিয়াঙ্কা ও সোনিয়া। কিন্তু ফুটপাতে তো আর টিভি নেই বা নেই কোনও ওয়েবসাইটের ব্যবস্থা। তাই সকাল সকালেই দুই বন্ধু শরণাপন্ন হন তাদের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্ণধার দিদির কাছে, মিত্রবিন্দা ঘোষ। তিনি মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ওয়েবসাইটে ওদের এডমিট কার্ড ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর মিলিয়ে দেখে প্রিয়াঙ্কা ও সোনিয়ার সাফল্য গাঁথার খবর দেন। মিত্রবিন্দা ঘোষ জালিয়েছেন " পাস করার খবর পেতেই ওদের মধ্যে যে উচ্ছ্বাস দেখেছি তাতে আমার দু'চোখ জলে ভরেছে। ওদের কষ্টটা না দেখলে অনুভব করা যাবে না যে চরম প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়েও নিজেদের স্বপ্ন পূরণে কতটা বদ্ধপরিকর ছিল প্রিয়াঙ্কা ও সোনিয়া।" প্রিয়াঙ্কা ও সোনিয়ার স্বপ্নের উড়ান এখনই থামতে চায় না। সে কথা জানিয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্ণধার বলেন " ওরা যদি আরও এগোতে চায় তাহলে আমরা ওদের পাশে আছি।"বাস্তবিকপক্ষে, জীবনযুদ্ধকে জয় করে সাফল্যের কাহিনীটি এক কথায় কি বলবেন, 'স্বপ্নপূরণের উপাখ্যান?'প্রিয়াঙ্কা ও সোনিয়াকে ফের একবার কুর্নিশ।।



প্রিয়াঙ্কা প্রামানিক ও সোনিয়া ঘোষ

মাধ্যমিকে পূর্ব বর্ধমান জেলার মান রাখল ছয় কৃতী

পূর্ব বর্ধমানঃ এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় মেধা তালিকায় স্থান করে নিয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলার ৬ জন পরীক্ষার্থী।মেধা তালিকায় রাজ্যের চতুর্থ স্থানাধিকারীদের মধ্যে রয়েছে মহম্মদ সেলিম। জেলার কেতুগ্রামের নিরোল উচ্চ বিদ্যালয়ের মেধারী ছাত্র মহম্মদ সেলিমের প্রাপ্ত নম্বর ৬৯২ (৯৮.৫৭ শতাংশ)। সেলিমের সাফল্যে খুশি তাঁর পরিবার পরিজন ও স্কুল শিক্ষকরা। কেতুগ্রাম থানার নিরোল পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শিরুন্দি গ্রামে মহম্মদ সেলিমের মামার বাড়ি।ছোট বয়সে মা মারা যাবার পর থেকে সেলিম শিরুন্দি গ্রামে মামারবাড়ি থেকেই পড়াশোনা চালিয়ে যায়। চতুর্থ স্থানাধিকারী মহম্মদ সেলিম জানিয়েছে, তাঁরসাফল্যের পিছনে সবথেকে বড় অবদান রয়েছে তাঁর মামা ফজলে করিমের । এছাড়াও স্কুল শিক্ষক ও প্রাইভেট শিক্ষকদেরও যথেষ্ট অবদান রয়েছে। সেলিম জানিয়েছে বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে সে উচ্চ মাধ্যমিকে পড়াশুনা করবে। ইঞ্জিনিয়ার হওয়াই তাঁর বলে মহম্মদ সেলিম জানিয়েছে। নিরোল উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিব্যেন্দু কুমার হাজরা জানিয়েছেন,"স্কুলের ছাত্র মোহাম্মদ সেলিম বরাবরই খুব মেধাবী। তাই আমরাও তাকে নিয়ে বেশ আশাবাদী ছিলাম। আমাদের স্কুলের ছাত্র মহম্মদ সেলিম এবছরের মাধ্যমিকে রাজ্যে চতুর্থ স্থান পাওয়ায় আমরা সত্যি গর্বিত।"একই ভাবে মেধা তালিকায় রাজ্যে সপ্তম স্থানে জায়গা করে নিয়েছে জেলার আউসগ্রামের অমরাগড় উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র সৌরিন রায় ।তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৯ (৯৮ .৪৩) শতাংশ)। আউসগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের অমরার গড় গ্রামের সৌরিন রায়ের সাফল্যে খুশির জোয়ার বইছে তাঁর পরিবার, স্কুল এবং গোটা গ্রামে। ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনার প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল সৌরিনের। ভবিষ্যতে ডাক্তারি নিয়ে পড়াশোনা করতে চায় বলে সৌরিন জানিয়েছে। ছেলের এই অভাবনীয় সাফল্যে আবেগপ্লুত সৌরিনের বাবা অভিজিৎ রায় বলেন, "আমরা ভীষণ আনন্দিত। সৌরিনের নিজের কনফিডেন্স ছিল অনেক। ওর একটা বিশাল প্রত্যাশা ছিল। ক্লাস নাইনে পড়ার সময় থেকেই শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে শুরু করে গ্রামের মানুষজন বিশ্বাস করতেন, ও একদিন র‍্যাঙ্ক করবেই।"মাধ্যমিকের মেধা তালিকায় অষ্টম স্থানে জায়গা করে নিয়েছে বর্ধমান বিদ্যার্থী ভবন বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী পাপড়ি মন্ডল।তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৮ (৯৮.২৯ শতাংশ)। মন্ডলের টেলারিং এর ব্যবসা । মা পূর্ণিমা মন্ডল সাধারণ গৃহবধূ। পাপড়ি জানিয়েছে,তাঁর ছয় জন গৃহ শিক্ষক ছিল। ভাল রেজাল্ট করার জন্য মায়ের অবদান সব থেকে বেশি বলে পাপড়ি জানিয়েছে।ভবিষ্যতে এগ্রিকালচার নিয়ে পড়াশোনা করে 'ফরেষ্ট অফিসার হতে চায় পাপড়ি।গল্প বই পড়তে ভালো লাগার কথা শুনিয়েছে পাপড়ি । একই সঙ্গে সে জানিয়েছে, 'সময় মেপে নয় ,মন যখন চাইতো তখনই সে পড়তে বসতো। এইভাবে পড়াশুনা করেই সে সাফল্য পেয়েছে বলে জানিয়েছে। সাফল্যে পিছিয়ে থাকেনি জেলার কালনা মহকুমা। এবছরের মাধ্যমিকের মেধা তালিকায় নবম স্থানে জায়গা করে নিয়েছে ময়ূখ বসু।কালনার কাঁকুরিয়া দেশবন্ধু উচ্চ বিদ্যালয় মেধাবী এই ছাত্রের প্রাপ্ত নাম্বার ৬৮৭ (৯৮.১৪ শতাংশ)।ময়ূখের বাড়ি কালনার মাতিশ্বরে ।ছেলের সাফল্যে খুশিতে ভাসছে ময়ূখের বাবা ও মা সহ পরিবার সদস্যরা । ময়ূখের বাবা সুদয় বসু প্রাক্তন বিএসএফ কনস্টেবল। মা মৌসুমী দত্ত বসু কাকুরিয়া দেশবন্ধু উচ্চ বিদ্যালয়ের পার্শ্বশিক্ষিকা।ময়ূখ জানিয়েছে,সে প্রতিদিন চার থেকে পাঁচ ঘন্টা পড়াশোনা করতো। পাশাপাশি নাচ-গানের জন্যেও তাঁকে সময় ম্যানেজ করতে হতো। ময়ূখ আরো জানায়, ভাল ফল করার ব্যাপারে সে আশাবাদী ছিল । ভাল ফল করতে পারার জন্য স্কুল শিক্ষক এবং তাঁর বাবা ও মায়ের অবদান সবথেকে বেশী বলে ময়ূখ তবে ময়ূখ জানিয়েছে ,গতানুগতিক পড়াশোনার ইচ্ছা তাঁর নেই । সৃজনশীলতা এবং পড়াশোনার মিশ্রণে কিছু একটি করার ইচ্ছা তাঁর রয়েছে। আগামী দিনে সেভাবেই সে এগোতে চায় বলে জানিয়েছে। গান, কবিতা ,নাটক এমনকি কি প্যাড বাজাতেও দক্ষ ময়ূখ। তাঁর পছন্দের সাবজেক্ট অংক ও বায়োলজি । উচ্চ মাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগে নিয়ে পড়াশানা করবে বলে ময়ূখ বসু জানিয়েছে।ময়ূখের মতই মাধ্যমিকের মেধা তালিকায় নবম স্থানে জায়গা করে নিয়েছে জেলার বর্ধমান মিউনিসিপাল বয়েজ স্কুলের ছাত্র পরমব্রত মণ্ডল। ভবিষ্যতে বিজ্ঞানী হওয়ার ইচ্ছা রয়েছে বলে পরমব্রত জানিয়েছে। মেধা তালিকায় দশন স্থানে জায়গা করে নিয়েছে জেলার মঙ্গলকোটের কাশেমনগর বি, এন, টি, পি গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী স্বাগতা সরকার।তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৬ (৯৮ শতাংশ)। বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা গৃহ শিক্ষক ও পরিবারের সকলের সহযোগিতায় এই সাফল্য এসেছে বলে স্বাগতা জানিয়েছে। ভবিষ্যৎতে ডাক্তার পড়তে চায় স্বাগতা।

কৃতীদের যাঁরা


সৌরিন রায়,অমরাগর উচ্চ বিদ্যালয়,সপ্তম স্থান

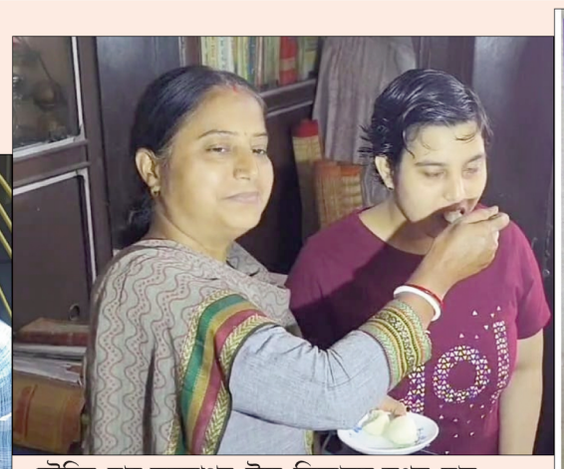
সৌরিন রায়,অমরাগর উচ্চ বিদ্যালয়,সপ্তম স্থান

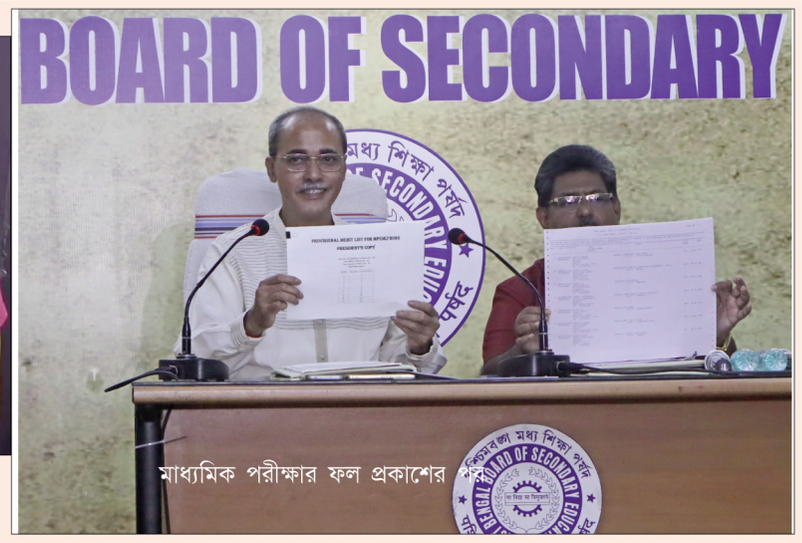

মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের


নবম পরমব্রত


উত্তর কলকাতার বাগবাজার রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস হাই স্কুল ছাত্রী অষ্টম স্থান অবন্তিকা রায়


দশম স্বাগতা সরকার

মাধ্যমিকে নবম, প্রকৃতিপ্রেমী অয়নের স্বপ্ন ইঞ্জিনিয়ার হওয়া



দিব্যেন্দু মজুমদার, হুগলি

মাধ্যমিকে ৬৮৭ নম্বর পেয়ে নবম স্থান অধিকারী অয়ন নাগের সাফল্যে খুশি এলাকার মানুষ। বাড়ি গোঘাটের রেজিস্ট্রি অফিস সংলগ্ন এলাকায়। বাবা কৃপাসিন্ধু নাগ একজন মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী। ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় অয়ন।সারাদিনে পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা পড়াশোনা করার ফাঁকে বাড়ির বাগানে গাছপালায় জল দেওয়া এবং ফলের গাছের পরিচর্যা করে অয়ন আনন্দ পায়। তারই ফাঁকে বাবার পরিশ্রম কমানোর জন্য মাঝেমধ্যেই মিষ্টির দোকানের কাজে সাহায্য করত সে। অয়নের বাবা কৃপাসিন্ধু বাবু জানান ছেলে ভীষণ প্রকৃতি ভালবাসে। অবসর সময়টা গাছপালা পরিচর্যার মধ্য দিয়েই কাটায়। আর ছেলে তারই মাঝে ছেলে তাকে বলতো আমরা কত সুন্দর পরিবেশে আছি। এখানে কত বেশি অক্সিজেন পাচ্ছি। ছেলের এই কথায় বাবা নিজেও খুব অবাক হয়ে যেতেন। তবে পড়াশুনোর মাঝে একটা সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ যদি পাওয়া যায় তবে পড়ার প্রতি আগ্রহ অনেকটাই বাড়ে বলে মনে করেন তিনি। কৃপাসিন্ধু বাবুর কথায় আবার সেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের কথা মনে করিয়ে দিল যেখানে প্রকৃতির মাঝে শিক্ষা তার আপন খেয়ালে এগিয়ে যেতে পারে।

মাধ্যমিকে দশম স্থানাধিকারী হুগলির অয়ন্তিকা সামন্ত হতে চায় ডাক্তার

হুগলির পুরশুড়ার চিলাডাঙ্গি রবীন্দ্র বিদ্যাবীথির ছাত্রী অয়ন্তিকা সামন্ত ২০২৫- এর মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬৮৬ নম্বর পেয়ে মেধাতালিকায় দশম স্থান অধিকার করার পাশাপাশি জেলায় মেয়েদের মধ্যে সম্ভাব্য প্রথম। উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান শাখায় পড়াশোনা করার পর ভবিষ্যতে নিট পরীক্ষা দিয়ে চিকিৎসক হতে চায় অয়ন্তিকা। অয়ন্তিকার পুরো পরিবার ইসকনের ভক্ত। মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরোনোর পর অয়ন্তিকা জানায় পরিশ্রম আর শ্রীমৎ প্রভুপাদ ও গুরু মহারাজের আশীর্বাদে আজ তার পক্ষে মাধ্যমিকে এই ফল করা সম্ভব হয়েছে। তার মতে পরিশ্রমের কোন বিকল্প নেই। পরিশ্রম করলে ফল পাওয়া সম্ভব। তবে একটানা বেশিক্ষণ পড়লেই যে ভালো ফল করা সম্ভব তা নয়। সে জানায় ভালো ফল করতে হলে পড়াশুনার বিষয়ে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে মনোযোগ দিয়ে পড়াটা করে যেতে হবে। মেধাবী এই ছাত্রী স্কুল জীবন শুরু হওয়ার পর থেকেই প্রথম হয়ে এসেছে। অয়ন্তিকার বাবা নিতাই সামন্ত জানান তিনি মেয়ের এই সাফল্যে খুব খুশি।



ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যামদারদা বর্তমান, গ্রাহক মন্ত্রক, খাদ্য ও পাবলিক বিতরণ - গিরিশ মনঞ্চে শ্রী সত্যজিৎ রায়ের 104 তম জন্মবার্ষিকী ছবিতে শ্রী শ্রী সুবহাদিপ বসু, এসসি-এফ, সিনিয়র ডিরেক্টর এবং হেড (পূর্ব আঞ্চলিক পরীক্ষাগার), শ্রী সাব্যসাচি ধার পরিচালক ও প্রধান, কলকাতা শাখা অফিস, ভারতের মানদণ্ডের ব্যুরো, মেইনক গন্তাইট, যৌথ পরিচালক, কলকাতা শাখা অফিস, ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস। অধ্যাপক কে। চক্রবর্তী, অধ্যক্ষ, সরকার। ইঞ্জিনিয়ারিং এবং সিরামিক প্রযুক্তি কলেজ।

রেজাল্ট দেখে আত্মহত্যা মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর!

চাঞ্চল্য ঘাটালেরেজাল্ট বের হতেই আত্মহননের সিদ্ধান্ত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর। মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরোনোর পরই নিজের বাড়িতেই ঘরে সিলিং ফ্যানে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর। এমনই এক চঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল ব্লকের বিসিংহ গ্রাম পঞ্চায়েতের গোপীনাথপুরে। মৃতের নাম ঋতম ঘোষ। শ্রী অরবিন্দ বিদ্যামন্দির থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল ঋতম। মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোনোর দিনেই তাঁর বাড়ি থেকেই ফ্যানে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো শোরগোল ছড়িয়ে পড়েছে এলাকা জুড়ে।পরিবার সূত্রে খবর, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল ব্লকের বিসিংহ গ্রাম পঞ্চায়েতের গোপীনাথপুরের বাসিন্দা মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ঋতম মাধ্যমিকে ৩৪৭ নম্বর পেয়েছিল। রেজাল্ট দেখার পরেই ভীষণ মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল তাঁর। পরিবারের সকলেই বলছেন, ঋতম আরও একটু ভাল ফল আশা করেছিল। কিন্তু পরীক্ষার ফলাফল খুব একটা ভালো না হওয়ার কারণে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সে কথা কেউ ভাবতেও পারেননি।এমন খবর বাবা মাত্রই ঋতমের বাড়িতে আসে ঘাটাল থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। ছেলের মৃত্যুতে ঋতমের বাবা রবীন্দ্রনাথ ঘোষ কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। শোকের আবহাওয়া বিদ্যালয়েও। শ্রী অরবিন্দ বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক গৌতম জানা বলছেন, "ছেলেটি খুব ভাল ছিল। ভাল ছাত্র ছিল। কিন্তু এভাবে আত্মহত্যার পথ বেছে নেবে ভাবতে পারিনি।" ঋতমের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে স্কুলের শিক্ষা কর্মীদের মধ্যেও। স্কুলের গ্রুপ ডি স্টাফ অশোক কুমার মাইতি বলেন, "আমার পাশের গ্রামের ছেলে। বাবা-মা ওর খুবই সচেতন ছিলেন। রোজই খোঁজ-খবর নিতেন। কেন যে ছেলেটা এমন করল বুঝতে পারছি না।"

আগামী সোমবার মুর্শিদাবাদ যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী



পুর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ৫ মে সোমবার মুর্শিদাবাদ যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওয়াকফ অশান্তির জেরে ধুলিয়ান, শামসেরগঞ্জ, সুতির ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামগুলি পরিদর্শন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। জাফরাবাদে নিহত বাবা-ছেলের পরিবারের সঙ্গেও দেখা করতে পারেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী আগেই জানিয়েছেন ওয়াকাপ অশান্তির জেরে যে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে তাদের পরিবার পিছু ১০ লাখ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেবে রাজ্য সরকার। আগামী সোমবার মুর্শিদাবাদে গিয়ে স্বজন হালাদের হাতে এই আর্থিক সাহায্য তুলে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে। পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই নবান্নে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে যে ওয়াকফ অশান্তির জেরে জেলায় ১১৯ টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এই ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলিকে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করে পুনর্নির্মাণ করবে রাজ্য সরকার। সোমবার মুর্শিদাবাদে গিয়ে এই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিও পরিদর্শন করার কথা মুখ্যমন্ত্রীর। মুর্শিদাবাদ সফরের দিনেই মুর্শিদাবাদ জেলার জন্য একটি প্রশাসনিক বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী। পরদিন দক্ষিণ দিনাজপুরে বালুরঘাটে যাওয়ার কথা মমতার। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জন্য বালুরঘাটে একটি প্রশাসনিক বৈঠক করবেন তিনি। পরদিন সকালে কলকাতায় ফেরার কথা মুখ্যমন্ত্রীর।.

শ্যালিকা-সহ পরিবারকে জীবন্ত পুড়িয়ে খুনে যাবজ্জীবন কারাবাস যুবকের

পরপর কন্যা সন্তান হওয়ায় স্ত্রীর ছোট বোনকে বিয়ে প্রস্তাব দিয়েছিল। রাজি না হওয়ায় বাড়িতে ট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয় সে। সেই ঘটনায় স্ত্রী, শাশুড়ী, দুই শ্যালক সহ মোট ৬ জনের মৃত্যু হয়। সেই আসামী তাহের আলিকে বুধবার আজীবন সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছে মেদিনীপুর আদালত। ঘটনাটি কেশপুরের বাড়াগেড়্যা গ্রামের।

সরকারি আইনজীবী রাজকুমার দাস জানান, ২০১৩ সালের ৩০ এপ্রিল আসামী তাহের আলি ওই কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন। নিজের স্ত্রী মিনারা বিবির পরপর তিন কন্যাসন্তান জন্ম হয়। তাই স্ত্রীর পাশাপাশি ছোট শ্যালিকাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল তাহের। কিন্তু শ্যালিকা ও পরিবারের কেউই সেই প্রস্তাবে রাজি হয়ননি। ৩০ এপ্রিলের অভিশপ্ত রাতে শ্বশুরবাড়িতে যখন সকলেই ঘুমে আচ্ছন্ন। গভীর রাতে তাহের শ্বশুড়বাড়িতে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। ওই ঘটনায় তাহেরের স্ত্রী, শাশুড়ী, দুই শ্যালক-সহ মোট ৬ জনের মৃত্যু হয়। গুরুত্বর দগ্ধ হয় আরও ৫ জন। ঘটনার পরই গ্রেপ্তার করা হয় তাহেরকে। এতদিন সেই মামলা চলছিল। এদিন মেদিনীপুরের তৃতীয় অতিরিক্ত জেলা দায়রা বিচারক কুসুমিকা দে মিত্র তাকে আজীবন কারাবাসের নির্দেশ দিয়েছেন। এই সাজায় নিহতের পরিবারের জ্বালা কিছুটা প্রশমিত হলেও, তারা পুরোপুরি খুশি নন। নৃশংস হত্যাকারীর ফাঁসির সাজা দেখতে চেলেছিলেন তাঁরা।অন্যদিকে বুধবারই অপর একটি পকসো মামলায় আসামী খগেন দোলইকে ২০ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সরকারি আইনজীবি স্বর্ণেন্দু পারিয়াল জানিয়েছেন, গত ২০২৩ সালের ৪ এপ্রিল খড়্গপুর লোকাল থানার এক গ্রামে শীতলাপুজো উপলক্ষ্যে মাসিবাড়িতে বেড়াতে এসেছিল ১২ বছরের নাবালিকা।

পাহাড়ে নিয়োগ দুর্নীতিতে পার্থ-তৃণাঙ্কুরদের ক্লিনচিট সিআইডির



সিআইডি রিপোর্টে বিস্মিত বিচারপতি, সিআইডিকে ভর্ৎসনাপাহাড়ে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বুধবার প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বিনয় তামাং, টিএমসিপি সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য, বুবাই বোসদের কার্যত ক্লিনচিট দিল সিআইডি। যদিও সিআইডির রিপোর্ট দেখে বিস্মিত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু বলেন, "তদন্তে কোন উদ্যোগই নেওয়া হয়নি"।বিচারপতির নির্দেশ সিআইডি রিপোর্ট হলফনামা আকারে জমা দিতে হবে আদালতে। এদিন এই মামলার শুনানি চলাকালীন চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দেওয়া হয় সিআইডির তরফে। পাহাড়ের শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ তুলে একটি বেনামি চিঠি সামনে আসে। সেই ভিত্তিতে গত বছর এপ্রিল মাসে এফআইআর দায়ের হয় বিধাননগর উত্তর থানায়। অগে এই বিষয়ে হাই কোর্টে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ থাকলেও সুপ্রিম কোর্ট সেই নির্দেশ খারিজ করে রাজ্যের পুলিশ দ্বারা তদন্তের নির্দেশ দেন। সেই তদন্তে বুধবার চূড়ান্ত রিপোর্ট আদালতে পেশ করে সিআইডি।বুধবার জিটিএ-র আইনজীবী জয়দীপ কর আদালতে দাবি করেন যে, ৩১৩ জন শিক্ষকের মধ্যে শুধু ১৪ জনের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ নেই। বাকিরা সবাই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক। এই ১৪ জনের বিষয় জিটিএ কেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে জানিয়ে দেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু।মামলাকারীদের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ও শামিম আহমেদ অভিযোগ করেন যে তাদের মক্কেলদের ভয় দেখানো হচ্ছে এবং মামলা থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। এই পরিস্থিতে এই মামলার সাথে মামলাকারীদের তৈরি করা সংগঠনকে যুক্ত করার আবেদন করেন আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও এখনও জিটিএ অবৈধ নিয়োগ চালু রেখেছে, অভিযোগ আবেদনকারীদের আইনজীবীদের।এদিন আদালত বান্ধব আইনজীবী কৌশিক গুপ্তকে সিআইডি রিপোর্ট ও আদালতের নির্দেশ বিবেচনা করে অন্য কোন তদন্তকারী সংস্থাকে দিয়ে তদন্ত করানোর বিষয় নিজের মতামত জানাতে বলেন বিচারপতি বসু।

আইনজীবী কৌশিক গুপ্ত বলেন যে, এই দুর্নীতির ঘটনা তদন্ত করেছে রাজ্যের পুলিশ, সিআইডি ও অন্যান্য দফতর, তবে প্রতিবারই কোন তথ্যপ্রমাণ না উঠে আসায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-কে এই ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিতে পারে আদালত। আদালত বান্ধবের এই পর্যবেক্ষণের তীব্র বিরোধিতা করেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত। আদালত বান্ধবের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মামলাকারীদের এই মামলা করার এক্তিয়ার নিয়ে আদালতের কাছে জানতে চান রাজ্যের আইনজীবী। এই মামলার পরর্বতী শুনানি ১৭ মে।

মা উড়ালপুলে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা

৪০ মিনিট রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে যুবক

আবারও বেপরোয়া বাইক চালানোর বলি এক তরতাজা প্রাণ। বৃহস্পতিবার ভোরে কলকাতার মা উড়ালপুলে ঘটে গেল এক হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনা। প্রায় ৪০ মিনিট রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থেকেও উদ্ধার পেলেন না এক যুবক। শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, পার্ক সার্কাসের দিক থেকে সায়েন্স সিটির দিকে যাচ্ছিল একটি বাইক। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, বাইকটির গতি ছিল অত্যন্ত বেশি। হঠাৎই বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে র্যা স্পের উপর স্কিট করে পড়ে যায়। জানা গিয়েছে, চালকের মাথায় হেলমেট ছিল না। এমনকি তিনি সম্ভবত কানে মোবাইল ফোন রেখে কথাও বলছিলেন। সব মিলিয়ে একেবারে বেপরোয়া চালানোর নমুনা মিলেছে।দুর্ঘটনার অভিঘাতে যুবকটি সড়কে ছিটকে পড়েন এবং ঘটনাস্থলেই গুরুতর জখম হন। তাঁর শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাত লাগে, বিশেষ করে মাথা ও ঘাড়ে। আর রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি প্রায় ৪০ মিনিট ধরে পড়ে থাকেন মা উড়ালপুলের উপরেই।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশ্ন উঠছে কলকাতা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে। মা উড়ালপুলের প্রতিটি অংশে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো রয়েছে। এমনকি উড়ালপুলের নীচেই রয়েছে ট্র্যাফিক গার্ডের উপস্থিতি। তা সত্ত্বেও, কীভাবে একজন গুরুতর আহত মানুষ দীর্ঘ সময় ধরে পড়ে রইলেন, কোনও তৎপরতা দেখা গেল না, তা নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন সাধারণ মানুষ।যুবকের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। পুলিশ সূত্রে খবর, বাইকটি দুর্ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ২০০ মিটার দূরে ছিটকে পড়ে। ঘটনার প্রায় ৪০ মিনিট পর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং দেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গিয়েছিল।এই মর্মান্তিক ঘটনার পর নেটমাধ্যমে উঠছে একটাই প্রশ্ন - মানবিকতার দাবিতে এত বড় শহরে, এত প্রযুক্তি ও নজরদারি থাকা সত্ত্বেও, একটি জীবন এত সহজে হারিয়ে যেতে পারে?..

মন্দির উদ্বোধনে গিয়ে আচমকা অসুস্থ সাংসদ সৌগত রায়, বসল পেসমেকার



গুরুতর অসুস্থ বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। বেলঘড়িয়ার এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। পেসমেকার বসাতে হয়েছে। আপাতত স্থিতিশীল সৌগত।বুধবার ছিল অক্ষয় তৃতীয়া। ওইদিন পুণ্যতিথিতে কামারহাটি পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের আড়িয়াদহ বিষ্ণুপ্রিয়া মন্দির উদ্বোধনে গিয়েছিলেন সৌগত রায়। গাড়ি থেকে নামার পরেই অসুস্থবোধ করেন। নিরাপত্তারক্ষীরা দ্রুত তাঁকে চেয়ারে বসান। এরপর তিনি অচতৈন্য হয়ে পড়েন। তৎক্ষণাৎ তাঁকে রথতলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করান কামারহাটি পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল সাহা। তিনি বলেন, কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে সৌগত রায়কে স্থানীয় নার্সিংহোমে ভর্তি করানো হয়েছে। চিকিৎসকের পরামর্শের রাতে তার অস্ত্রোপচার হয় বুকে পেসমেকার বসেছে। এখন শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল আছে।

চিকিৎসকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাতেই হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়। পেসমেকার বসানো হয়েছে। অস্ত্রোপচার সফল বলে ওই বেসরকারি হাসপাতাল সূত্রে খবর। আপাতত স্থিতিশীল সাংসদ। তাঁর দিকে চিকিৎসকরা নিয়মিত নজর রাখছেন বলেই খবর। বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদের আচমকা অসুস্থতায় উদ্বিগ্ন তাঁর পরিবারোর লোকজন এবং অনুগামীরা। দলীয় নেতার শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে নার্সিংহোমে যান মন্ত্রী ব্রাত্য বসু, বিধানসভার মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ, বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য নেতা-নেত্রীরা।

ভুতুড়ে ভোটার এড়াতে সতর্ক নির্বাচন কমিশন

৪ রাজ্যের ৩৬৯ নির্বাচন কর্মীর প্রশিক্ষণ দিল্লিতে



বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোলা ভুতুড়ে ভোটার বা ডুপ্লিকেট এপিক কার্ড নম্বর ইস্যু এখনও মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে নির্বাচন কমিশনের কাছে। নির্বাচন মুখী বিহারের সঙ্গে হরিয়ানা উত্তর প্রদেশ এবং বৃহত্তর দিল্লির ইলেকটোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার বা ইআরও এবং বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও-দের প্রশিক্ষণ দিল নির্বাচন কমিশন। মূলত ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা তৈরি, ভোটার রেজিস্ট্রেশন, ফর্ম হ্যান্ডলিং, ইভিএম ও ভিভিপ্যাট পরিচালনাসহ ফিল্ড লেভেলে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় দিল্লির ইন্ডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ডেমোক্রেসি এন্ড ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট এর অডিটোরিয়ামে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত তৃণমূল স্তরের ৩৬৯ জন এই ধরনের নির্বাচনী কর্মীদের মিক্সড ব্যাচ প্রশিক্ষণশালায় উপস্থিত ছিলেন দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ইআরও, বিএলও এবং বিএলএ বা বুথ লেভেল এজেন্টদের ভূমিকার কথা বুঝিয়ে দিয়ে নির্ভুল এবং সর্বশেষ সংশোধিত ভোটার তালিকা তৈরীর প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝিয়ে দেন। ১৯৫০ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন এবং ১৯৬০ সালের নির্বাচকদের রেজিস্ট্রেশন বিধি কঠোরভাবে এই তৃণমূল স্তরের নির্বাচন প্রক্রিয়া সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের পালন করতে হবে বলেও নির্দেশ দেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। উল্লেখযোগ্য চলতি এপ্রিল মাসের প্রথমেই নির্বাচনমুখী বিহারের দশটি স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের ২৮০ জন বুথ লেভেল এজেন্টদের দিল্লিতে এই ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। সেদিনও তাদের ভূমিকা ও গুরুত্ব এবং কাজের পদ্ধতি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। সংশোধিত ভোটার তালিকার খসড়ার ফার্স্ট আপিল অর্থাৎ জেলা শাসক বা জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে অভিযোগ পত্র জমার পর কি করনীয় এবং সেকেন্ড আপিল অর্থাৎ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে সংশোধনের খসড়ার নিয়ে অভিযোগ পত্র জমা পড়লে কি করনীয় সেটাও এই প্রশিক্ষণশালায় বুঝিয়ে দেওয়া হয়। মনে রাখতে হবে সাম্প্রতিক সর্বশেষ সংশোধিত ভোটার তালিকা নিয়ে শুধু মাত্র মহারাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোন রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে কোন অভিযোগ জমা পড়েনি। ফাস্ট আপিল এর ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্রে ৮৯টি অভিযোগ জমা পড়েছিল এবং দ্বিতীয় আপিলের ক্ষেত্রে মাত্র একটি অভিযোগ জমা পড়ে। কিন্তু এতে আত্মতুষ্টির কোন কারণ নেই বলেও জানিয়ে দেন প্রশিক্ষকরা। চলতি বছরেই বিহারে বিধানসভা নির্বাচন এবং আগামী বছরে রুটিন মাফিক পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুতে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। ভোটার তালিকার সংশোধন একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া। যেকোনো নির্বাচন পরিচালনার আগেই নতুন করে ভোটার তালিকার সংক্ষিপ্ত সংশোধন করা হয় যাকে নির্বাচনী পরিভাষায় সামারি রিভিশন বলা হয়। কাজ করতে গিয়ে যাতে কোন ভুল ত্রুটি না হয় সেদিকেই মূল লক্ষ্য নির্বাচন কমিশনের। কারণ কলকাতা থেকে তৃণমূল নেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোটার তালিকায় ডুপ্লিকেট এপিক কার্ড নম্বর বা ভুতুড়ে ভোটার নিয়ে যে ইসু তুলেছিলেন পরবর্তীতে তা গোটা দেশের কাছে একটি রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়। সংসদের উভয়পক্ষ শুধু নয়, দিল্লির রাস্তাতেও এবং রাজ্যে রাজ্যে জেলায় জেলায় এ নিয়ে আন্দোলন তৈরি হয়। এমনকি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব কে নির্বাচন সাধনের ডেকে এই সমস্যার সমাধান কিভাবে করা যায় তা নিয়ে বিশেষ বৈঠক করেন দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। অবশেষে পশ্চিমবঙ্গ সহ হরিয়ানা,গুজরাতসহ একাধিক রাজ্যে এই ডুপ্লিকেট এপিক কার্ড নম্বরের সন্ধান মেলে এবং এ রাজ্যেই ৬০০ বেশি এ ধরনের কার্ড বাতিল করতে হয় নির্বাচন কমিশনকে। স্বাভাবিকভাবেই আসন্ন নির্বাচন গুলিতে যাতে এই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন না হতে হয়। তাই আগেই ভাবেই বারংবার এই ধরনের কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত সেই তৃণমূল স্তরের নির্বাচন কর্মীদের বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত করতে চাইছে নির্বাচন কমিশন।

কলকাতার হোটেলে আগুনে দুই শিশুসহ মৃত ১৪, তদন্তে ফরেনসিক টিম

গলদ অনেক, প্রশ্নের মুখে সরকারি উদাসীনতাও

সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়



কলকাতার জোড়াসাঁকো থানা এলাকার রবীন্দ্র সরণীর মদনমোহন বর্মন স্ট্রিটে গতকাল রাতে ভস্মীভূত একটি হোটেলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ১৪। দুই শিশুসহ এখনও পর্যন্ত ১৪ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে বলে জানিয়েছে কলকাতা পুলিশ। শহরের ব্যস্ত সময়ে ঘিঞ্জি এলাকায় অবস্থিত ওই হোটেলে আগুন লাগে। কিভাবে আগুন লাগল তা জানতে ইতিমধ্যেই স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম গঠন করা হয়েছে বলেই জানিয়েছেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। আজ বুধবার সকালেই ঘটনাস্থলে তদন্ত করতে যাবে ফরেনসিক দল। প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে মনে করা হচ্ছে ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে বা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছেন অনেকেই। তবে বেশ কয়েকজনের ঝলসে যাওয়া মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে ঘটনাস্থল থেকেই। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ছয় তলার এই হোটেলটিতে দোতলার রান্নাঘর থেকে আগুন লাগে। ক্রমে তা ছড়ায় উপরে তলগুলিতে। আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পেয়ে আতঙ্কে অনেক আবাসিক বা কর্মচারীরা একসঙ্গে হুড়মুড়িয়ে উপর থেকে নিচে নামার চেষ্টা করেন। এরই মধ্যে বিকট বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা যায়। সম্ভবত গ্যাস সিলিন্ডার থেকে বিস্ফোরণ বলে মনে করা হচ্ছে। এই অবস্থায় পড়ে গিয়ে যেমন জখম হয়েছে অনেকেই তেমনি দু একজনের মৃত্যুর সম্ভাবনাও থাকছে। মৃতদের মধ্যে একাধিক ব্যক্তি রয়েছেন যারা গুরুতর যখন অবস্থায় হাসপাতালে গিয়ে মারা যান। আগুন লাগার কয়েক ঘন্টা পরেও হোটেলের ছাদে বেশ কিছু আবাসিক আটকে ছিলেন। কাই লিফট ব্যবহার করে হোটেলের ছাদে আটকে পড়া আবাসিক দের উদ্ধার করে দমকল ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত ১৪-১৫ টি দমকলের ইঞ্জিন কাজে লাগিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। ভোররাত পর্যন্ত একটানা উদ্ধারকাজ চালায় দমকল ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। প্রাথমিকভাবে ভোররাত পর্যন্ত পুলিশের তরফ থেকে ১৩ টি মৃতদেহ উদ্ধার করার কথা জানানো হলেও হাসপাতালে আরও একজনের মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে। সব মিলিয়ে জোড়াসাঁকো থানার অন্তর্গত হোটেলে আগুন লাগার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ১৪ বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। অবশ্য হোটেলের রেজিস্টার অনুযায়ী এখনো বেশ কয়েকজন নিখোঁজ বলে জানা গেছে। ভস্মীভূত হয়ে যাওয়া ধ্বংসস্তুপ এর মধ্যে কোন মৃতদেহ রয়ে গেছে কিনা তার খোঁজ চলছে বুধবার সকালেও।আগুন লাগার ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই হোটেলের আবাসিকদের মধ্যে চরম উৎকণ্ঠা ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, হোটেলে বুকিং করা আবাসিকরা ছাড়াও ব্যবসায়িক কাজকর্মের জন্য তাদের সাক্ষাৎপ্রার্থীরাও সেই সময় হোটেলে হাজির ছিলেন। ফলে হোটেলের আবাসিক কর্মচারী সহ কিছু বহিরাগত মানুষ আগুন লাগার ঘটনার সময় হোটেলে ছিলেন। আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পেয়ে ছয় তলার হোটেলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। হোটেলের সিঁড়ি বেয়ে আবাসিক-হোটেলকর্মী সহ সকলে হুড়মুড়িয়ে নিচে নামার চেষ্টা করেন। কিন্তু মাঝপথে জ্বলন্ত আগুন দেখে অনেকেই উপরে উঠে যান। বেশ কয়েকজন হোটেলের ছাদে আশ্রয় নেন এবং "বাঁচাও বাঁচাও" বলে আর্ত চিৎকার করতে থাকেন। অনেকেই রুমের কাঁচের জানালা ভেঙ্গে ফেলেন। জানালা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে কার্নিশে নেমে কেউ পাইপ বেয়ে নিচে নামার চেষ্টা করেন কেউ আবার কার্নিশ থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়েন। আগুনের লেলিহান শিখা থেকে এভাবে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে গিয়ে বেশির ভাগই গুরুতর জখম হয়েছেন বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। যখন হওয়া ব্যক্তিদের উদ্ধার করে দমকল কর্মীরা এবং পরে তাদের হাসপাতালে পাঠানো হয়।এদিকে হোটেলে আগুন নিয়ে একাধিক প্রশ্নের উত্তর অমিল।বহু চর্চিত অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থার যে সরকারি শর্ত তা এই হোটেলে মান্যতা পেয়েছিল কি? অগ্নিবিধি সুরক্ষায় যে যে ব্যবস্থাপনা নেওয়া প্রয়োজন তা হোটেল কর্তৃপক্ষ নিয়েছিল কিনা তা নিয়েও সন্দেহ প্রকট হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, কিসের ভিত্তিতে এই ঘিঞ্জি এলাকায় এ ধরনের হোটেল চালানোর অনুমতি দিয়েছে দমকল বা প্রশাসন? এখনো পর্যন্ত এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ১৪ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। এতগুলো প্রাণের দায় নেবে কে এই প্রশ্নই এখন বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা থেকে প্রত্যক্ষদর্শী সকলেই জানিয়েছেন, অগ্নিকাণ্ড বা বড় কোন দুর্ঘটনা ঘটলে আপৎকালীন নির্গমন বা বেরোনোর পথ যেভাবে থাকা উচিত তা এই হোটেলে আদৌ ছিল না। ঘিঞ্জি এলাকায় ছয় তলা এই হোটেলে ঢোকা বেরোনোর জন্য একটিই সিঁড়ি। যদিও দমকল বিধিতে ঢোকা এবং বেরোনোর আলাদা রাস্তা থাকার কথা। আপদকালীন নির্গমনের জন্য পৃথক ফায়ার করিডোর বা এমার্জেন্সি এক্সিট রাখতে হবে। সেই সমস্ত শর্ত এই হোটেলে বিন্দুমাত্র মান্যতা পায়নি। পাশাপাশি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র বা ফায়ার এক্সটিংগুইসারগুলি বাতিল বা এক্সপায়ার হয়ে গেছে কিনা সেটাও তদন্ত সাপেক্ষ। অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের ব্যবস্থা থাকলেও তা নামমাত্রই বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। যেহেতু ধোঁকা বেরোনোর একটিই রাস্তা এবং হোটেলের দোতলা থেকেই আগুন ছড়ায় তাই তিন তলা চারতলা পাঁচতলা বা ছয় তলায় যারা ছিলেন তারা নিচে নামতে পারেননি। কোন আপৎকালীন নির্গমন পথ না থাকায় ঘর বন্দী হয়ে পড়েন তারা। স্বাভাবিকভাবেই আগুনের লেলিহান শিখা এবং ঘন কালো ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে অনেকেরই মারা যাওয়ার আশঙ্কা। এই অবস্থায় উপর থেকে নিচে ঝাঁপ দিতে গিয়ে বা প্রাণ হাতে নিয়ে নিচে নামতে গিয়ে মৃত্যু বা গুরুতর যখন হওয়ার ঘটনাও ঘটতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। একই সঙ্গে প্রশ্ন উঠেছে অপরিসর ও অবিন্যস্ত ভাবে ঘিঞ্জি এলাকায় এই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান তৈরীর বৈধতা নিয়েও। আবাসিক হোটেল চালানোর মতো আদর্শ পরিস্থিতি না থাকা সত্ত্বেও কিভাবে হোটেলের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে তা নিয়েও সন্দেহ দানা বেঁধেছে। সর্বোপরি লাগোয়া বড়বাজার এলাকাতেই রয়েছে নন্দরাম মার্কেট। ২০০৮ সালে এই নন্দরাম মার্কেটে বিধ্বংসী আগুনের কথা আজও দগদগে গোটা বড়বাজার ও উত্তর কলকাতা এলাকায়। ২০১৯ সালে ফের নন্দরম মার্কেটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এরপরে বড় বাজারের বাগরি মার্কেটের একাংশ ভষ্মিভূত হওয়ার ঘটনাও ভোলেননি কেউ। নন্দলান থেকে বাগরি মার্কেট অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সরকারের পক্ষ থেকে বহুবিধ ব্যবস্থার কথা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। শাস্তির খাড়া আরও কড়া করার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছিল। নিয়মিত পর্যবেক্ষণ বা সরকারি ভিজিট করার কোথাও উল্লেখ করা হয়। অথচ কার্যক্ষেত্রে তার প্রতিফলন কতটা মিলেছে তা একের পর এক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বেআব্রু হয়ে পড়ছে। ব্যবসায়ীদের গাফিলতি নিয়ে বিস্তর অভিযোগ থাকলেও সরকারি উদাসীনতা বা ব্যবস্থাপনা গত ত্রুটির অভিযোগটাও দিন দিন দীর্ঘ হচ্ছে। নন্দরাম থেকে বাগরি মার্কটের ঘটনার পরও সরকারি কর্তা ব্যক্তিদের কবে হুঁশ ফিরবে সেটা যেমন বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে তেমনি সরকারি আশ্বাসের প্রতি অনাস্থা প্রকট হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। এতগুলো প্রাণহানির দায় কে নেবে এই প্রশ্নই এখন বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে রবীন্দ্র সরণীর মদনমোহন বর্মন স্ট্রিটে।

কত মৃত্যু হলে পরে

কত মৃত্যুর পরে প্রশাসন শেষ পর্যন্ত নড়ে বসবে, কলকাতাবাসী এ প্রশ্নটির উত্তর কার কাছে প্রত্যাশা করবেন? বড়বাজারের হোটেলে মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডে মৃতের সংখ্যা ইতিমধ্যেই ১৪। ভয়ঙ্কর ঘটনা, কিন্তু শহরবাসী বোধ হয় এতে আর বিস্মিত হবেন না। শহরে আগুন লেগেছে বারে বারেই; হোটেল-রেস্তরাঁ-পানশালায়, কারখানায়, গুদামে, দোকানে। প্রতিটি অগ্নিকাণ্ডের পরই জানা গিয়েছে, বিপুল অনিয়ম ছিল। যেমন, বড়বাজারের হোটেলটিতে ঢোকা-বেরোনোর রাস্তা ছিল একটিই। বিকল্প আপৎকালীন রাস্তা থাকলে আগুন লাগার পরে হয়তো বেরিয়ে আসতে পারতেন অনেকেই। জানা গিয়েছে, হোটেলে থাকা অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্রের অধিকাংশই অচল ছিল। কাজ করেনি হোটেলের ঘরে থাকা স্প্রিঙ্কলারও। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেছেন যে, হোটেলে দাহ্য পদার্থ মজুত করা ছিল। জানা গিয়েছে, সম্পূর্ণ নিয়মবহির্ভূত ভাবে তৈরি হচ্ছিল ডান্স বারও। অর্থাৎ, যত রকমের অনিয়ম সম্ভব, বড়বাজারের হোটেলটিতে তার প্রায় সবই ঘটছিল। অর্থাৎ, অগ্নি-নির্বাপণের মতো অতি জরুরি বিষয়ে কী গাফিলতি হচ্ছে, প্রশাসন সে খোঁজ রাখেনি। গোটা শহরটিই কার্যত বারণাবত হয়ে আছে। কোথাও বিপজ্জনক ভাবে ইলেকট্রিকের তার ঝুলে থাকে, কোথাও বসতি এলাকায় বেপরোয়া চলে বিপজ্জনক রাসায়নিকের কারখানা। কোথাও দাহ্য পদার্থের স্তূপ জমে থাকে, কোথাও গ্যাস সিলিন্ডার রাখা থাকে অযত্নে। আগুন লাগলে তা নির্বাপণের ব্যবস্থা কী, সে প্রশ্নের উত্তরে সাদা খাতা জমা পড়ে। আপৎকালীন নিষ্ক্রমণের পথ নেই, ফায়ার অ্যালার্ম নেই, এমনকি সামান্য অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্রও নেই প্রায় কোথাও। নিয়ম রক্ষার্থে কোনও কালে যদি এই যন্ত্রপাতি কেনা হয়ও, অযত্নে অবহেলায় সেগুলি অচল হয়ে থাকে। শহরবাসী অভিজ্ঞতায় জানেন, এই অবস্থাটিই কলকাতা শহরে নিয়ম। প্রাণ হাতে করে দিন কাটানো কালক্রমে এমনই অভ্যাস হয়ে যায় যে, এই অনিয়মগুলি আর মানুষের চোখেও পড়ে না। দুর্ঘটনা ঘটলে সে প্রসঙ্গে কথা হয়, কয়েক দিনের তৎপরতা চলে, তার পর যথা পূর্বং। কলকাতা দাঁড়িয়ে থাকে আগ্নেয়গিরির উপরে।

আজকের দিন

৩রা মে, নজরকাড়া ঘটনাবলী

১৪৯৪ - কলম্বাস জ্যামাইকা আবিষ্কার করেন।
১৫১৫ - পর্তুগীজ নৌসেনারা ইরানের হরমুজ দ্বীপ দখল করে।
১৭৬৫ - বাংলার গভর্নর পদে নিযুক্ত হয়ে রবার্ট ক্লাইভ কলকাতায় উপনীত হন।
১৭৬৫ - ব্রিটিশদের সঙ্গে মারাঠাদের তুমুল সংঘর্ষ হয়।
১৭৮৮ - লন্ডনে প্রথম সান্ধ্য দৈনিক 'দি স্টার' প্রকাশিত হয়।
১৮০২ - শহর হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির যাত্রা শুরু।
১৮৩৭ - অ্যাথেন্স বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয় গ্রীসে।
১৯১৩ - প্রথম ভারতীয় পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র রাজা হরিশচন্দ্র মুক্তি পায়।
১৯২৩ - ভারতের গোরখপুরে হিন্দুধর্মীয় গ্রন্থের বৃহত্তম প্রকাশনা সংস্থা গীতা প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৯৩৭ - মার্গারেট মিচেল তার 'Gone with the Wind.'-এর জন্য পুলিৎজার পুরস্কার পান।
১৯৩৯ - সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস ত্যাগ করে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করেন।
১৯৫৩ - ডয়চে ভেলে জার্মানির জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম জার্মানির বন্ শহরে স্থাপিত হয়।
১৯৬০ - অ্যান ফ্রাঙ্ক হাউস উদ্বোধন করা হয় আমস্ট্রাডামে।
১৯৬৮ - ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়।
১৯৭১ - পিরোজপুর পতন হয় এবং পাক হানাদার বাহিনী ৬২ জনকে হত্যা করে।
১৯৭৩ - বাঙালি স্থাপত্যবিদ এফ আর খান -এর ডিজাইনে নির্মিত তৎকালীন পৃথিবীর সর্বোচ্চ ভবন সিয়ার্স টাওয়ার (বর্তমান উইলিস টাওয়ার) -এর নির্মাণকাজ সম্পন্ন।
১৯৭৬ - বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৮ নম্বর অনুচ্ছেদ সংশোধন করা হয় এবং সংশোধনে বলা হয়, বাংলাদেশে ধর্ম ভিত্তিক দল গঠন করা যাবে।
১৯৭৯ - রক্ষণশীল দলের মার্গারেট থ্যাচার বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন ইউরোপের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী।
২০০১ - যুক্তরাষ্ট্র প্রথম জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের পদ হারায়।
২০০২ - পাকিস্তান নিউজিল্যান্ডকে গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে ইনিংস ও ৩২৪ রানে পরাজিত করে।

জ্ঞানবৃক্ষ

স্বাতন্ত্র্যের পরিণাম

মানুষকে দুই কূল বাঁচাইয়া চলিতে হয়; তাহার নিজের স্বাতন্ত্র্য এবং সকলের সঙ্গে মিল,--দুই বিপরীত কূল। দুটির মধ্যে একটিকেও বাদ দিলে আমাদের মঙ্গল নাই। স্বাতন্ত্র্য জিনিসটা যে মানুষের পক্ষে বহুমূল্য, তাহা মানুষের ব্যবহারেই বুঝা যায়। ধন দিয়া প্রাণ দিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্যকে বজায় রাখিবার জন্য মানুষ কিনা লড়াই করিয়া থাকে। নিজের বিশেষত্বকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য সে কোথাও কোনো বাধা মানিতে চায় না। ইহাতে যেখানে বাধা পায় সেইখানেই তাহার বেদনা লাগে। সেইখানেই সে ক্রুদ্ধ হয়, লুব্ধ হয়, হনন করে, হরণ করে।

কিন্তু আমাদের স্বাতন্ত্র্য তো অবাধে চলিতে পারে না। প্রথমত, সে যে-সকল মালমসলা যে-সকল ধনজন লইয়া আপনার কলেবর গড়িয়া তুলিতে চায়, তাহাদেরও স্বাতন্ত্র্য আছে; আমাদের ইচ্ছামতো কেবল গায়ের জোরে তাহাদিগকে নিজের কাজে লাগাইতে পারি না। তখন আমাদের স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে তাহাদের স্বাতন্ত্র্যের একটা বোঝাপড়া চলিতে থাকে। সেখানে বুদ্ধির সাহায্যে বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা একটা আপস করিয়া লই। সেখানে পরের স্বাতন্ত্র্যের খাতিরে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে কিছুপরিমাণে খাটো করিয়া না আনিলে একেবারে নিষ্ফল হইতে হয়। তখন কেবলই স্বাতন্ত্র্য মানিয়া নয়, নিয়ম মানিয়া জয়ী হইতে চেষ্টা হয়।

কিন্তু এটা দায়ে পড়িয়া করা--ইহাতে সুখ নাই। একেবারে যে সুখ নাই, তাহা নহে। বাধাকে যথাসম্ভব নিজের প্রয়োজনের অনুগত করিয়া আনিতে যে বুদ্ধি ও যে শক্তি খাটে, তাহাতেই সুখ আছে। অর্থাৎ কেবল পাইবার সুখ নয়, খাটাইবার সুখ। ইহাতে নিজের স্বাতন্ত্র্যের জোর স্বাতন্ত্র্যের গৌরব অনুভব করা যায়--বাধা না পাইলে তাহা করা যাইত না। এইরূপে যে অহংকারের উত্তেজনা জন্মে, তাহাতে আমাদের জিতিবার ইচ্ছা প্রতিযোগিতার চেষ্টা বাড়িয়া উঠে। পাথরের বাধা পাইলে ঝরনার জল যেমন ফেনাইয়া ডিঙাইয়া উঠিতে চায়, তেমনি পরস্পরের বাধায় আমাদের পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য ঠেলিয়া ফুলিয়া উঠে।

যাই হ'ক, ইহা লড়াই। বুদ্ধিতে বুদ্ধিতে শক্তিতে শক্তিতে চেষ্টায় চেষ্টায় লড়াই। প্রথমে এই লড়াই বেশির ভাগ গায়ের জোরই খাটাইত, ভাঙিয়া-চুরিয়া কাজ-উদ্ধারের চেষ্টা করিত। ইহাতে যাহাকে চাই, তাহাকেও ছারখার করা হইত; যে চায় সেও ছারখার হইত, অপব্যয়ের সীমা থাকিত না। তাহার পরে বুদ্ধি আসিয়া কর্মকৌশলের অবতারণা করিল। সে গ্রন্থি ছেদন করিতে চাহিল না, গ্রন্থি মোচন করিতে বসিল। (রবীন্দ্র রচনাবলী হইতে)

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার বৃদ্ধি ও বিশ্বব্যাংকের শঙ্কা

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার বৃদ্ধি ও সার্বিকভাবে অর্থনীতির স্থিতিশীলতার প্রশ্নে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে বিশ্বব্যাংক। ঢাকায় অর্থনীতিবিদেরাও দেশের অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তা দেখছেন। তারা বলছেন, ''পরিস্থিতি খারাপ'' হচ্ছে। সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক 'বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেট' শীর্ষক এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। তাতে বলা হয়েছে, চলতি বছর, অর্থাৎ ২০২৫ সালে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আসার সম্ভবনা নেই। বরং এবছর বাংলাদেশে আরও ৩০ লাখ মানুষ অতি দারিদ্র্যের মধ্যে পড়বে। ধারণা করা হচ্ছে, এবছর বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ২২ দশমিক নয় শতাংশে পৌঁছাতে পারে, যা ২০২২ সালে ছিল ১৮ দশমিক সাত শতাংশ।

বিশ্বব্যাংকের এমন আশঙ্কার সঙ্গে দ্বিমত করছেন না ঢাকায় অর্থনীতিবিদেরা। তাদের অনেকে বলছেন, পরিবর্তিত রাজনৈতিক বাস্তবতায় এবং বিগত সরকারের আমলে হওয়া দুর্নীতি, লুটপাটের কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতি টানাপোড়েনের মাঝে আছে। এখন পরিস্থিতি অনিশ্চয়তার দিকে যাচ্ছে।

তবে এই সমস্যা থেকে উত্তরণ পেতে বাংলাদেশের সামনে কোনও পথ খোলা আছে কি? বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এর অনেকটাই নির্ভর করছে আসন্ন বাজেটের ওপর। বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিবেদনে যা আছে তা হল বাংলাদেশে দারিদ্র্য ও বৈষম্য বেড়ে যাওয়ার পিছনে মূল্যস্ফীতি, চাকরি হারানো ও অর্থনীতির ধীরগতিকে কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে।

বলা হয়েছে, উচ্চ মূল্যস্ফীতির ফলে নিম্নবিত্ত মানুষকে চড়া দামে নিত্যপণ্য কিনতে হচ্ছে এবং চলতি অর্থবছরে গড় মূল্যস্ফীতির হার আরও বেড়ে ১০ শতাংশ হতে পারে। এছাড়া, চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে প্রায় চার শতাংশ শ্রমিক চাকরি হারিয়েছেন। এই একই সময়ে দক্ষ কর্মীদের মজুরি দুই ও উচ্চ দক্ষ কর্মীদের মজুরি দশমিক পাঁচ শতাংশ কমেছে।

এ কারণে জাতীয় দারিদ্র্য হার বাড়ছে, চরম দারিদ্র্যের হারও অনেক বেড়ে যাবে বলে বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। একই সঙ্গে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, চলতি অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধিও কমে যাবে এবং জিডিপি'র অনুপাতে সরকারের ঋণের পরিমাণ আগের চেয়ে বাড়তে পারে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি তিন দশমিক তিন শতাংশ হতে



পারে; যা গত বছর ছিল চার দশমিক দুই শতাংশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ছিল পাঁচ দশমিক আট শতাংশ। মূল্যস্ফীতি, চাকরি হারানো ও অর্থনীতির ধীরগতি'র মতো যেসব বিষয়কে দারিদ্র্য বেড়ে যাওয়ার কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে প্রতিবেদনে, অর্থনীতিবিদেরাও তাতে একমত।

তবে তারা বলছেন, বাংলাদেশে আগে থেকেই বিপুল সংখ্যক মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করছে। কিন্তু কাগজে-কলমে তাদেরকে ওই তালিকায় ধরা হয়নি। ঢাকায় বিশ্বব্যাংকের সাবেক শীর্ষ অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলছেন, বাংলাদেশের ২৫ শতাংশ জনসংখ্যা, অর্থাৎ প্রায় চার কোটি মানুষ হতদরিদ্র না হলেও দারিদ্র্যসীমার কাছাকাছি।

অর্থাৎ, তাদের আয়ে যদি সামান্যতম ঘাটতিও আসে, তারা তীব্র আর্থিক সমস্যায় পড়বে। জাহিদ হোসেনের ভাষায়, ''টোকা দিলেই পড়ে যাবে। এই ভালনারেবল মানুষের সংখ্যা অনেক।''

অর্থনীতিবিদ ও সিপিডির মতে, বাংলাদেশে ২০২২ সালের পর থেকে মূল্যস্ফীতি চরম মাত্রায় বেড়েছে। ''এখনও তা (মূল্যস্ফীতি) গেঁড়ে বসে আছে'' উল্লেখ করে অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলেন, যে হারে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে, সেই তুলনায় নিম্ন আয়ের শ্রমিকদের মজুরি বাড়েনি।

''ফলে প্রকৃত মজুরি ক্রমাগতভাবে কমেছে। প্রকৃত মজুরি কমলে দারিদ্র্যসীমার উপরে যারা আছে, তারাও ওই দারিদ্র্য সীমার নীচে চলে আসে। দারিদ্র্য বাড়ার এটাই মূল কারণ।'' শ্রম ছাড়া শ্রমিকদের আয়ের তো আর কোনও সূত্র নাই। এসব মানুষের যে কোনো একজন অসুস্থ হয়ে পড়লেই পরিবারে তার প্রভাব পড়ে, যোগ করেন জাহিদ হোসেন।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যও মনে করেন, ''অনেক মানুষ দারিদ্র্য সীমার অনেক কাছে অবস্থান করে। দুইদিন কাজ না করলেই তারা দারিদ্র্যসীমার নীচে পড়ে যাবে।'' তবে চাকরি হারানোর বিষয়টি মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি ও প্রকৃত আয় কমার ক্ষেত্রে বড় প্রভাব ফেলে না বলে মনে করেন এই অর্থনীতিবিদেরা।

কারণ ''চাকরি যারা হারিয়েছে, তাদের বেশিরভাগই শহুরে-শিক্ষিত মানুষ। এরা ভালনারেবল ক্যাটাগরিতে ঠিক পড়ে না'' বলে মন্তব্য করেন অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন। সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা কার্যকর না থাকাকেও অন্যতম কারণ বলে মনে করছেন তারা। ''আগের সরকার যেসমস্ত ভাতা, ফ্যামিলি কার্ড, প্রচলন করেছিলো...তার মাঝে অনেক ভুয়া মানুষ আছে। এই তালিকা নতুন করে প্রণয়ন করা হয়নি। কিছু ক্ষেত্রে সচলও রাখা হয়নি। ফলে এদেরকে কার্যত রক্ষা করা হচ্ছে না। তাই পরিস্থিতি নাজুক'' বলেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

এখন, বাংলাদেশের জন্য উদ্ভুত এই সমস্যা সমাধানে প্রকৃত মজুরি বাড়াতে হবে এবং এ জন্য সর্বপ্রথম মূল্যস্ফীতি কমাতে হবে। বিশেষ করে খাদ্যে মূল্যস্ফীতি। মূল্যস্ফীতি'র বিষয়ে ওই দু'জন অর্থনীতিবিদের মতামত-ই অভিন্ন। তারা বলছেন, খাদ্যে মূল্যস্ফীতিকে নামিয়ে তিন থেকে চার শতাংশের নীচে আনলে অন্তত খাদ্যের দিক থেকে প্রকৃত মজুরি কমে যাওয়াটা বন্ধ হবে। এছাড়া, মজুরিও বাড়ানো প্রয়োজন।

''কিন্তু এগুলো রাতারাতি বাস্তবায়ন করা সরকারের পক্ষে কঠিন হবে জানিয়ে'' অর্থনীতিবিদ মি. হোসেন বলেন, ''এবারের বাজেটে সামাজিক খাতের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া দরকার।'' শিক্ষা খাত, স্বাস্থ্যখাত, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সহায়তামূলক প্রোগ্রামের ওপর জোর দিতে বলেন তিনি। কারণ এগুলো ''সরাসরি দরিদ্র পরিবার ও নারীদের ওপর প্রভাব ফেলে।''

''সরকারের অন্যান্য সহায়তা কর্মসূচির চেয়ে এগুলোর সুফল তুলনামূলক বেশি। এগুলোতে বরাদ্দ বাড়ানো প্রয়োজন... যেমন, শিক্ষার ভিত্তিতে টাকা দেওয়া হয়। টাকা পেতে হলে স্কুলে আসতে হবে। কিন্তু কাগজ কলমের দাম বেশি বলে অভিভাবকরা অনেকসময় বাচ্চার স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয়,'' ব্যাখ্যা করেন জাহিদ হোসেন। আবার দাম বেশি বলে অনেক পরিবার প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রও কিনতে পারে না। তাই, এই স্বাস্থ্যখাতেও বিশেষভাবে নজর দেওয়া প্রয়োজন বলে মত তার। কারণ এই খাতেও গর্ভবতী, দুস্থ নারীদের জন্য অনেক রকম সহায়তা কার্যক্রম চালু আছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রোগ্রামগুলো নতুন করে ভাবা প্রয়োজন বলেও মনে করেন তিনি। ''এখানে অনেক রাজনীতি আছে, দুর্নীতি আছে। তবে এগুলোতে বরাদ্দ বাড়ানো দরকার। যেমন, বয়স্কদের জন্য ভাতা। ৬০০ টাকা মাসে দেওয়া হয়। এতে কী হয়?'' প্রশ্ন করেন মি. হোসেন। দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য নীতির সংস্কারের ওপর জোর দেন। তার মতে, ''এই মুহূর্তে যে নীতি সংস্কারগুলো হচ্ছে, সেগুলোকে জোরদার করা উচিত, যাতে গরীবদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার সুযোগ হয়।''

উদাহরণ হিসাবে তিনি বলেন, ''আগে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে যে সমস্ত সুযোগ গরীবরা পেতেন, সেগুলো এখন প্রশাসনের মাধ্যমে করছেন। এগুলোকে আরও সচল করা উচিত।'' এছাড়া, খাদ্যে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য শুধু রমজান মাসে না, সারা বছরই বাজার ব্যবস্থাপনার ওপর নজরদারি অব্যাহত রাখা উচিত বলে মত দেন মি. ভট্টাচার্য। এগুলোর পাশাপাশি, কর্মসংস্থান বাড়ানোর জন্য ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ না বাড়লে এবং ব্যাংক খাত সংস্কারের জোর না দিলে এই সমস্যা সহসা কাটবে না বলেও মনে করেন তিনি। যদিও বিশ্বব্যাংক বলেছে, ২০২৬ সাল থেকে দেশের দারিদ্র্যের হার আবারও কমতে পারে। যদি বাংলাদেশের অর্থনীতির গতি পুনরুদ্ধার হয় এবং স্থিতিশীল নীতিমালা গ্রহণ করা হয়।

ধারণা বদলে দেওয়া ভিয়েতনাম যুদ্ধের ৫০ বছর

[ভিয়েতনাম যুদ্ধ ৫০ বছর আগে শেষ হয়েছে।এতে প্রায় ৩৮ লাখ মানুষের প্রাণহানি ঘটে। দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন-সমর্থিত শাসকদের পরাজয় এবং ভিয়েতনামের উত্তর ও দক্ষিণ দুই ভাগেই কমিউনিস্ট শক্তির বিজয়ের মাধ্যমে এর সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু যুদ্ধ এবং বিশেষ করে এর দীর্ঘমেয়াদী পরিণতি সম্পর্কে ধারণা মৌলিকভাবে বদলে দিয়েছে এই যুদ্ধ।]

ভিয়েতনাম যুদ্ধ বিংশ শতাব্দীর দীর্ঘতম সামরিক সংঘাতগুলির একটি। ১৯৫৫ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত প্রায় ২০ বছর স্থায়ী হয়েছিল এই যুদ্ধ। এতে প্রায় ৩৮ লাখ মানুষের প্রাণহানি ঘটে। দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন-সমর্থিত শাসকদের পরাজয় এবং ভিয়েতনামের উত্তর ও দক্ষিণ দুই ভাগেই কমিউনিস্ট শক্তির বিজয়ের মাধ্যমে এর সমাপ্তি ঘটে।ভিয়েতনাম যুদ্ধ এবং তার পরবর্তী ঘটনাবলী সম্পর্কে অনেক ধরনের গবেষণা হয়েছে।

তবে তেল আবিব বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিজ্ঞানী এবং প্রফেসর ইমেরিটাস হোসে ব্রুনার মনে করেন, এই যুদ্ধ একটি দিক স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছে আর তা হচ্ছে, যুদ্ধের দীর্ঘমেয়াদী মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক পরিণতির বিষয়ে সচেতনতা এবং এর স্বীকৃতি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই এটা নিয়ে আলোচনা চলছিল যে, যুদ্ধ শেষ হওয়ার অনেক পরেও যুদ্ধের সহিংসতার স্মৃতি সৈন্যদের প্রায়ই ভোগায়। জার্মানিতে এমন সৈন্যরা হঠাৎ শীতল অনুভূতি এবং আতঙ্ক অনুভব করতেন। অনেকে খাওয়া-দাওয়া করতে চাইতেন না।

চিকিৎসক সম্প্রদায় এ বিষয়ে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলেন না। এই ব্যক্তিদের হয় অপকর্মকারী হিসেবে বরখাস্ত করা হয়েছিল, নয়তো তাদের সুস্থ হয়ে ওঠা তাদের নিজেদের ওপরেই ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। ভিয়েতনাম যুদ্ধের ফলে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ভিয়েতনামের প্রবীণ সৈনিকদের সাথে কাজ করা মনোরোগ বিশেষজ্ঞ চেইম এফ. শাটান ১৯৭২ সালে দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসে ভিয়েতনাম-পরবর্তী সিন্ড্রোম সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন।

শাটান বর্ণনা করেছিলেন, কিভাবে প্রবীণ সৈনিকরা অপরাধবোধে জর্জরিত ছিলেন, যুদ্ধ তাদের উপর কতটা নিষ্ঠুর প্রভাব ফেলেছিল এবং কিভাবে তারা তাদের আশেপাশের মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্নতায় ভুগছিলেন। শাটান লিখেছিলেন, ''সবচেয়ে মর্মস্পর্শী বৈশিষ্ট্য হলো অন্যদের ভালোবাসা এবং স্নেহ গ্রহণ করার ক্ষমতা সম্পর্কে তাদের অক্ষমতা। একজন অভিজ্ঞ সৈনিক বলেছিলেন 'আমি আশা করি আমি যতটা ঘৃণা করতে শিখেছি ততটা ভালোবাসতে শিখতে পারবো- এবং আমি অবশ্যই ঘৃণা করেছি। কিন্তু ভালোবাসা বেশ ভারী শব্দ।''

ব্রুনার বলেন, যুদ্ধ মানুষের উপর কী প্রভাব ফেলে তা বোঝার জন্য এই প্রবন্ধটি যুগান্তকারী ছিল ''এটি আসলে প্রথম স্বীকৃতি ছিল যে শেষ গুলি চালানোর মাধ্যমে যুদ্ধ শেষ হয় না, কারণ, সৈন্যরা তাদের নিজেদের মধ্যে অদৃশ্য যুদ্ধ বহন করে।'' ১৯৮০ সালের আগে এই ব্যাধিটির আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি মেলেনি। এরপর অ্যামেরিকান



সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশন পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার- পিটিএসডি হিসেবে এই রোগকে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৮৩ সালে মার্কিন কংগ্রেসের নির্দেশে পরিচালিত এক তদন্তে দেখা গেছে যে ১৫ শতাংশ প্রবীণ সৈনিক এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন, যাদের মোট সংখ্যা চার লাখেরও বেশি।

ভিয়েতনাম যুদ্ধ শেষ হওয়ার ৪০ বছর পর করা আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে একজন এখনও পিটিএসডি-তে ভুগছেন। এই রোগে আক্রান্তদের অন্যদের তুলনায় আগে মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। থেরাপি এবং ওষুধের মাধ্যমে পিটিএসডি চিকিৎসা করা যেতে পারে অথবা অন্তত এর উপশম করা যেতে পারে। বেশিরভাগ রোগীর ক্ষেত্রে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর তীব্রতা কমে যায়।

তবে ভিয়েতনামে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। সৌলের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ইতিহাসবিদ এবং ভিয়েতনাম বিশেষজ্ঞ মার্টিন গ্রোসহিম ডিডাব্লিউকে বলেন, ''আমি পুরোপুরি নিশ্চিত যে মানসিক আঘাতে ভোগা ভিয়েতনামি সেনাদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। কিন্তু ভিয়েতনামে এটি কখনই কোনও সমস্যা হিসাবে মনে করা হয়নি।''

তিনি বলেন, এর মূল কারণ হলো ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টি- সিপিভি যুদ্ধ বিষয়ে ঠিক কী বলা যাবে এবং কী বলা যাবে না তা ঠিক করে দিয়েছিল। তিনি বলেন, ''অ্যামেরিকানদের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের সরকারি বয়ানের সঙ্গে মানসিক সমস্যাগুলো খাপ খায় না।''

লেখক এবং প্রাক্তন সৈনিক বাও নিন ১৯৮৭ সালে তাঁর ''দ্য সরোস অফ ওয়ার'' উপন্যাসটি প্রকাশ করেছিলেন। তার উল্লেখ করা বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে এই স্বাস্থ্য সমস্যাগুলো আসলেই ছিল। উপন্যাসের প্রধান চরিত্রটি তার যুদ্ধের স্মৃতি থেকে বাঁচতে মদ্যপান শুরু করে এবং সমাজ থেকে তীব্র বিচ্ছিন্নতায় ভোগে। প্রকাশের পরপরই এই বইটি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

ব্রুনার বলেন, ''ট্রমা কাটিয়ে ওঠা কেবল একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত সমস্যা নয়। আক্রান্ত সকলকে বিছানায় শুইয়ে চিকিৎসা করলেই সবকিছু আবার ঠিক হয়ে যায় না। আমার মনে হয় না এটা এভাবে কাজ করে। সমাজ কীভাবে যুদ্ধকে মোকাবিলা করে, প্রশ্নটা সেটা। এবং এর ফলে ব্যক্তিদের উপরও প্রভাব পড়ে।''

ব্রুনার বলেন, সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার অন্তত চারটি মাত্রা রয়েছে প্রথমত, স্মরণের আচার-অনুষ্ঠান রয়েছে। কবরস্থানে কি পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়? কোনো পাবলিক স্মারক অনুষ্ঠান কি আছে? ভিয়েতনামের প্রবীণ সৈনিকদের মতো কি সৈন্যদের বীর হিসেবে সম্মান করা হয়, নাকি যুদ্ধ-পরবর্তী বছরগুলোতে অ্যামেরিকান সৈন্যদের যুক্তরাষ্ট্রে ''শিশু হত্যাকারী'' হিসেবে অপরাধী হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়?

দ্বিতীয়ত, জনপ্রিয় আখ্যানগুলি একটি ভূমিকা পালন করে। এর অর্থ এই নয় যে, ইতিহাসবিদরা কীভাবে যুদ্ধ নিয়ে গবেষণা করেন। বরং স্কুলের পাঠ্যপুস্তক, জনপ্রিয় চলচ্চিত্র এবং উপন্যাসে যুদ্ধকে কীভাবে চিত্রিত করা হয়। তৃতীয়ত, যুদ্ধরত পক্ষগুলো পরে কোনো পুনর্মিলনে এসেছিল কিনা সেটাও একটা ব্যাপার। পরিশেষে এটাও গুরুত্বপূর্ণ যে, সৈন্যদের নৃশংসতা এবং মানসিক যন্ত্রণার সামাজিক স্বীকৃতি শেষ পর্যন্ত আছে কিনা, নাকি এসব তথ্য অস্বীকার করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ভিয়েতনাম যুদ্ধের ক্ষেত্রে ব্যক্তি এবং সামাজিক দুই পর্যায়েই কয়েক দশক ধরে দীর্ঘ প্রভাব রয়েছে।

ভিয়েতনামে ৫০ বছর আগে যুদ্ধের সমাপ্তি কুচকাওয়াজ, টক শো এবং রাজনৈতিক বক্তৃতার মাধ্যমে উদযাপন করা হয়, তবে সেটা কেবল সিপিভি দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যেই। গ্রোসহাইমের মতে, দলের লক্ষ্য হলো দেশের সাফল্যের 'গ্যারান্টর' হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করা। তিনি বলেন, ''সরকারি ভাষ্যে বলা হয়েছে, ফরাসিদের বিরুদ্ধে জয়ের পর 'আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের' বিরুদ্ধে জয় আসে, এবং তারপর আসে বিজয়ী সংস্কার নীতি।''

সংস্কার নীতি বলতে ১৯৮০-র দশকের শেষের দিক থেকে গৃহীত অর্থনৈতিক সংস্কারগুলোকে বোঝায়, যা ভিয়েতনামের অর্থনীতিকে বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতিগুলির মধ্যে একটি করে তুলেছে। আমেরিকানদের এখন ভিয়েতনামে স্বাগত জানানো হলেও এখনো 'বড় সমস্যা' রয়ে গেছে বলে মনে করেন গ্রোসহাইম। কী ঘটেছে তা নিয়ে কোনো খোলামেলা আলোচনা নেই। দক্ষিণ ভিয়েতনামি সৈন্যদের দুর্দশাও স্বীকার করা হয় না। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে দক্ষিণ ভিয়েতনামি সৈন্যদের কবরস্থানগুলোও দীর্ঘ সময় ধরে অবহেলিতভাবে ফেলে রাখা হয়েছিল। তাদের আত্মীয়-স্বজনদের কবরের দেখাশোনা করার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছিল।

২০০৭ সালে এই বিষয়ে পরিবর্তন আসে। ভিয়েতনাম সরকার কবরস্থানগুলোতে স্বজনদের যাওয়ার সুযোগ করে দেয় এবং কবরগুলোর যত্ন নেওয়ার অনুমতি দেয়। গ্রোসহাইম বলেন, ''জাতীয় পুনর্মিলনের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। পূর্ববর্তী শত্রুর সঙ্গে পুনর্মিলনের দিকে আরো বড় পদক্ষেপ হবে, যদি ভিয়েতনামি কর্তৃপক্ষ জনগণকে নিহত এবং নিখোঁজ দক্ষিণ ভিয়েতনামি সৈন্যদের দেহাবশেষ অনুসন্ধানের অনুমতি দেয়।''

যুদ্ধে নিহত লাখ লাখ সৈন্যের দেহাবশেষ এখনো পাওয়া যায়নি। ভিয়েতনামে পূর্বপুরুষের পূজা একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ভূমিকা পালন করে। অনেকে বিশ্বাস করেন যে, মৃত ব্যক্তির আত্মা কেবল সমাধিস্থ করার মাধ্যমেই বিশ্রাম নিতে পারে এবং শান্তি পেতে পারে। (সূ

অষ্টম আশ্চর্য আঙ্করভাটের অন্দরে

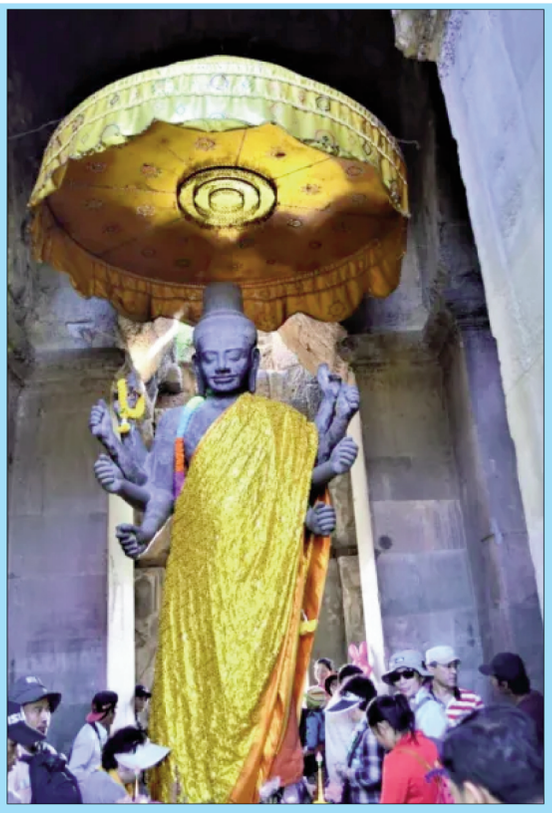

আমাদের গন্তব্য কম্বোডিয়ার আঙ্করভাট, তাই রাজধানী নমপেন ছাড়তে হলো ভরসন্ধ্যায়। নমপেন থেকে সিয়েম রিপের দূরত্ব প্রায় ৩১৮ কিলোমিটার।প্লেন, বাস, মিনিবাস ও গাড়িতে করে যাওয়া যায়। স্লিপার বাসে আমাদের লেগেছে ছয় ঘণ্টা। ভাড়া জনপ্রতি ১০-১৮ ডলারের মধ্যে। রাতের ভ্রমণে আশপাশের দৃশ্যগুলো সে অর্থে দেখতে পাইনি।আফসোসের বিষয় হলো, নমপেন পৌঁছেই যদি সিয়েম রিপের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়তাম, তাহলে দিনের আলোয় হয়তো অনেক কিছু চোখে পড়ত। তবে এটিও ঠিক, নমপেনের দর্শনীয় স্থানগুলো দেখা হতো না।সিয়েম রিপে যাওয়ার পুরোটা সময় নমপেনে দেখে আসা রয়্যাল প্যালেস, গোল্ডেন টেম্পলের পাশাপাশি কিলিং ফিল্ডটাও চোখে ভাসছিল। হলোকাস্ট হোক কিংবা যুদ্ধ, এর ভয়াবহতা আমাকে ভীষণ বিষণ্ন করে। কিলিং ফিল্ড দেখে মনে হচ্ছিল, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এমনকি ফিলিস্তিনের ওপরে চলমান এই নির্মম গণহত্যার স্মৃতি যদি এভাবে সংরক্ষণ করা হতো!এসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে কিছুটা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় কম্বোডিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর সিয়েম রিপে এসে পৌঁছালাম। আলো-আঁধারিতে শহরটিকে জাদুতে মোড়া রূপকথার প্রাচীন কোনো নগরী মনে হচ্ছিল। বাস থেকে নেমে আমরা যখন সিয়েম রিপ সেন্টার হোটেলে এলাম, তখন রাত প্রায় তিনটা। নির্মল বাতাসে বয়ে যাচ্ছিল আমাদের হোটেলের বারান্দায়।আমরা যে সময় গেছি, সে সময় কম্বোডিয়ায় গ্রীষ্মকাল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার বেরোতে হলো। হাতে একদম সময় নেই। এখানকার হোটেল, হোম-স্টে এবং রেস্টহাউসগুলো বেশ সাজানো-গোছানো, ঝকঝকে। সেন্টার হোটেল থেকে আমাদের অভীষ্টের দূরত্ব প্রায় সাত কিলোমিটার।বলে রাখা ভালো, পৃথিবীর সাত আশ্চর্যের কথা শিশুদেরও জানা। অষ্টমটির খোঁজ মিলেছে দীর্ঘদিন ছাড়া, বেশ রয়েসয়ে। ২০২৩ সালের নভেম্বরে আঙ্করভাটকে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়। রোমান শহর পম্পেইকে হারিয়ে অভিনব স্থাপত্যশৈলী ও বিস্ময়কর সৌন্দর্যে পর্যটকদের মুগ্ধ করে চলেছে এই প্রাচীন মন্দির।আঙ্করভাটে প্রবেশের জন্য শহর থেকে এন্ট্রি টিকিট করিয়ে নিতে হয়। এক দিনের জন্য জনপ্রতি ৩৭ ডলার। আপনি যদি তিন দিন যেতে চান, এর জন্য গুনতে হবে ১১১ ডলার। সিয়েম রিপ থেকে টুকটুকে করে আঙ্করভাটে যেতে মিনিট বিশেক লাগে। এ পর্যায়ে আপনি চাইলে গাইডের সহায়তা নিয়ে পারেন। প্রতি ঘণ্টায় ওরা ২০ ডলারের মতো নেয়। দরদাম করলে কিছুটা কমাতে পারে।আমাদের টিমে স্থানীয় একজন থাকায় গাইডের প্রয়োজন হয়নি। ৫টা ২০ নাগাদ আমরা পৌঁছলাম। ঘুটঘুটে অন্ধকারে দীর্ঘ একটা পুল পেরিয়ে দাঁড়ালাম মন্দিরের সামনে। অনেক লোক সেখানে। মন্দিরটা তখনো খুব অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল। ভোরের আলো ফুটতেই মনে হলো, সূর্যটা যেন মন্দিরের গা ঘেঁষে আকাশে উঠল। মূল তোরণ থেকে আঙ্করভাটের ল্যান্ডস্কেপ কিংবা মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা জানেন এই দৃশ্য কতটা মনোগ্রাহী!

এবার মন্দিরের ভেতরে যাওয়ার পালা। তিন ধাপের মন্দির। জলের সুরক্ষা পরিখাসহ আঙ্করভাট প্রায় ২০০ হেক্টর জায়গাজুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। অনেক সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরের প্রথম ধাপে উঠলাম। এই ধাপের চারদিকে লম্বা বারান্দা আর নকশা করা দেয়াল। হাজার হাজার মিটার প্রশস্ত চিত্রাবলির মাধ্যমে হিন্দু পৌরাণিক কিংবদন্তি ও সমসাময়িক জীবনের দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। প্রথমটি দেখে মনে হলো মহাভারতের যুদ্ধ। একপাশে ভীষ্ম তীরের আঘাতে শয্যাশায়ী, অন্যদিকে রথে অর্জুন আর তাঁর সারথি কৃষ্ণ। চারপাশে যুদ্ধরত অনেক সৈন্য আর ঘোড়া। রামায়ণ, সমুদ্রমন্থনের পাশাপাশি রাজা সূর্য বর্মণের জীবনী নিয়েও দুটি নকশাকাটা দেয়াল চোখে পড়ল। বারান্দার ভেতর থেকে আরেকটা লম্বা সিঁড়ি উঠে গেছে দ্বিতীয় ধাপে। আসল সিঁড়িগুলো এতটা ক্ষয়ে গেছে যে নতুন কাঠের সিঁড়ি বানানো হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপটি আকারে কিছুটা ছোট, এর চারপাশে চারটি স্তূপ।

স্তূপগুলোর মধ্যে আবার টানা বারান্দা। প্রতিটি স্তূপের গায়ে সূক্ষ্ম কারুকার্য, যেদিকে তাকাই, মনে হয়, অপ্সরারা হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। সময়ের পরিক্রমায় দেয়ালে খোদিত চিত্র ধ্বংস হলেও শুরুর দিকে মন্দিরের গায়ে ১ হাজার ৮৬০ জন অপ্সরার চিত্র ছিল।ওপরে উঠে দেখলাম, এই ধাপের চার কোণেও রয়েছে চারটি স্তূপ, মাঝখানে একটি গর্ভগৃহ। দেয়ালের গায়ে বরাবরের মতোই নিখুঁত কারুকার্য। গর্ভগৃহে এককালে বিষ্ণুমূর্তি রাখা ছিল, বুদ্ধের প্রতিকৃতির আড়ালে আজও তার দেখা মেলে। এদিক-ওদিক কিছুক্ষণ ঘুরে নিচে নামতে নামতে মনে হলো, একসময় যে পথ দিয়ে রাজা দ্বিতীয় সূর্য বর্মণ ও প্রাচীন খেমার রাজ্যের লোকজন হেঁটেছেন, সেই পথ ধরে আমিও হাঁটছি। এই অনুভূতি প্রকাশের মতো কোনো শব্দ হয়তো আমার অভিধানে নেই। ইত্যবসরে রাজা দ্বিতীয় সূর্য বর্মণকে নিয়ে দু-চার ছত্র না লিখলেই নয়।সূর্য বর্মণের (শাসনকাল: ১১১৩-১১৫০ খ্রিষ্টাব্দ) শাসনামলে ২৮ বছর ধরে আঙ্করভাটের নির্মাণকাজ চলতে থাকে। জনশ্রুতি আছে, দিবাকর পণ্ডিত (১০৪০-১১২০) নামের একজন ব্রাহ্মণের অনুরোধে মন্দিরটি নির্মিত হয়। শিলালিপিতে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, সূর্য বর্মণের বাবা ছিলেন ক্ষিতিন্দ্রাদিত্য আর মা নরেন্দ্র লক্ষ্মী। তিনি বিবাহিত ছিলেন, তবে স্ত্রীর নাম জানা যায়নি। তরুণ বয়সে সূর্য বর্মণ সিংহাসন আরোহণের জন্য সুকৌশলে এগোন, যদিও তা বৈধ ছিল।



রিকিসুম - রডোডেনড্রনে মোড়া সূর্যোদয়!



উত্তরবঙ্গের এক অফবিট গ্রাম পুজোর ঠিক আর কিছুদিন বাকি। এই ছুটিতে ঘুরতে না গেলে কি ভ্রমণপিপাসু বাঙালির চলে? তবে কাজের চাপে অনেকেই এখনও পর্যন্ত এবারের ঘোরাঘুরির পরিকল্পনা ঠিক মতো করে উঠতে পারেননি।

মাসখানেক মাত্র সময় হাতে নিয়ে দূরে কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তবে কাছেপিঠেই রয়েছে এমন অফবিট ডেস্টিনেশন, যা বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছাও মেটাবে, আবার নামকরা ট্যুরিস্ট স্পটের তুলনায় সৌন্দর্যে কোনও অংশে কম নয়। বরং উপরি পাওনা দূষণমুক্ত পরিবেশ আর নিরিবিলিতে প্রকৃতির মাঝে সময় কাটানোর সুযোগ ।এবারের ছুটিতে ঘুরে আসতে পারেন রিকিসুম গ্রাম থেকে। কালিম্পং-এর এই ছোট্ট জনপদ ইদানীং পর্যটকদের কাছে ভালই সুনাম অর্জন করছে। নিরিবিলি এই গ্রামে তাপমাত্রা যেমন মনোরম, নৈসর্গিক সৌন্দর্যও তেমনই অপরূপ। সবুজে মোড়া পাহাড় যেন নরম গালিচা, ভেসে রয়েছে হিমালয় পাহাড়ের কোলে। ভোর হলেই পাইন, ফার, বার্চ গাছে ঘেরা জ্যামিতিক পাহাড়ের ফাঁক গলে উঁকি দেন সুয্যিমামা। তুষারাবৃত পাহাড় তখন সেই নরম কমলা আলোর ওম মেখে আহ্লাদে আটখানা। মুহুর্মুহু রং বদলাচ্ছে, এই কমলা, তো এই উজ্জ্বল হলুদ, এই আবার গোলাপি-বেগুনির মিশেল!তার সঙ্গেই দেখা মিলবে নাম না জানা বাহারি ফুলের। কোনওটা টুকটুকে লাল, তো কারও রঙ আসমানি। খাড়া পাহাড়ি রাস্তার বাঁকে অবহেলায় ফুটে থাকে ম্যাগনোলিয়া কিংবা রডোডেনড্রন। দেখতে দেখতে এমন মোহিত হয়ে যাবেন, যে ফিরতে মন চাইবে না।এই পাহাড়ি জনপদে তাপমাত্রা সারা বছরই অত্যন্ত মনোরম। গ্রীষ্মকালে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ঘোরাফেরা করে ২২-২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে। শীতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমে যায় ৩ ডিগ্রিতে।এই গ্রাম থেকে ১০-১৫ কিলোমিটার দূরত্বে রয়েছে আরও বেশ কিছু অফবিট ডেস্টিনেশন (Offbeat destination)। রিকিসুম থেকে মাত্র আধঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে চলে যাওয়া যায় রিশপ। দুটো দিন এখানে নিরিবিলিতে কাটিয়ে চাইলে রিশপেও থাকতে পারেন একটা দিন। এছাড়া লাভা, পেডং, সিলেরি গাঁও থেকেও ঘুরে আসা যায়। পূর্ব সিকিমের বিস্তীর্ণ অঞ্চল, তিব্বতের কিছু অংশও দেখা যায় রিকিসুম থেকে।সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬০০০ মিটার উচ্চতার এই শৈলশহরের অবস্থান এমনই যে গ্রামের সর্বোচ্চ বিন্দু থেকে উপত্যকার ৩৬০ ডিগ্রি ভিউ পাওয়া যায়।গ্রামের ঠিক পিছনেই রয়েছে নেওড়া ভ্যালি জঙ্গল। আর তার কারণেই এখানে জীববৈচিত্র্যও অসামান্য। হরেক রকম পাখি এবং বন্য জন্তুর দেখা মেলে রিকিসুমে। অবস্থানগত কারণেই ব্রিটিশ শাসকদের এতটাই পছন্দ ছিল পাহাড়ি এই গ্রাম, যে রিকিসুমে পাহাড়ের চূড়ায় একটি বাংলো তৈরি করেছিলেন তাঁরা। সেই বাংলো এখন আর অক্ষত নেই বটে, তবে ইতিহাসের সেই ধ্বংসাবশেষ রয়ে গেছে এখনও।রিকিসুম গ্রাম থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে রয়েছে তিস্তা নদী। সেখানে রিভার র‍্যাফটিং করা যায়। অ্যাডভেঞ্চার ভালোবাসলে একবার খরস্রোতা তিস্তার বুকে র‍্যাফটিং করে দেখতেই পারেন।কীভাবে যাবেন: শিলিগুড়ি থেকে সড়ক পথে রিকিসুমের দূরত্ব ১০০ কিলোমিটার। এনজেপি স্টেশনে নেমে ভাড়ার গাড়িতে চেপে পৌঁছে যাওয়া যায় এই গ্রামে। এই গ্রামের সবচেয়ে কাছের বিমানবন্দর হল বাগডোগরা। সেখান থেকে গাড়িতে রিকিসুম যেতে সময় লাগে প্রায় সাড়ে ৩ ঘণ্টার মতো।কোথায় থাকবেন: অফবিট জায়গা হওয়ায় এখনও হোটেল গড়ে ওঠেনি এই গ্রামে। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের তৈরি অজস্র হোমস্টে রয়েছে, যেখানে থাকা এবং খাওয়া দুইয়েরই সুবন্দোবস্ত রয়েছে।

গরমে সপ্তাহান্তের ছুটিতে চলুন শিমুলপুরে

আপাতত বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস নেই। তেমনটাই জানানো হয়েছে আবহাওয়া দপ্তরের তরফে। এ দিকে গরমে স্বস্তি পেতে এসির হাওয়া ভরসা। এই গরমে ঘরে মন টিকছে না অনেকেরই। মাঝেমাঝেই উদাস হয়ে যাচ্ছে মন। মন চাইছে পাহাড়ে যেতে। কিন্তু সময়ের অভাবে তা হয়ে উঠছে না। কলকাতার হাঁসফাঁস করা গরম থেকে মুক্তি পেতে যেতে পারেন শিমুলতলা।বিহারের ছোট্ট এক গ্রাম শিমুলতলা।

কলকাতা থেকে শিমুলতলার দূরত্ব প্রায় ৩৬৩ কিলোমিটার। গরমে কয়েকটি দিন সবুজের সমারোহে কাটাতে চাইলে যেতেই পারেন এই গ্রামে। শিমুলতলার আবহাওয়ার সারা বছরই বেশ স্বস্তিদায়ক থাকে। ফলে গরমে কষ্ট হওয়ার ভয় নেই।

শিমুলতলার দর্শনীয় স্থানগুলি হলো বৈদ্যনাথ মন্দির, ত্রিকূট পাহাড়, লাটু পাহাড়, নওলাখা মন্দির, নবদূর্গা মন্দির রয়েছে। হাতে দু'দিন সময় নিয়ে গেলেই ভালো করে ঘুরতে পারবেন।হাওড়া থেকে রাতের মোকামো প্যাসেঞ্জারে করে যেতে পারেন শিমুলতলায়।

আবার দিল্লিগামী ট্রেনেও পৌঁছতে পারেন শিমুলতলায়। শিমুলতলায় বেশ অনেকগুলি বাংলো বাড়ি আছে। ইদানীং কিছু হোম স্টেও গড়ে উঠেছে এখানে। সেখানেও থাকতে পারেন। তবে আগে থেকে বুকিং করে নিলে ভালো হবে।.



জুন-জুলাই মাসে ঘুরে আসুন ছত্তিশগড়ের মিনি 'তিব্বত'

মৈনপাট

প্যাচপ্যাচে গরমে উইকএন্ড ট্রিপে গেলেও সাত পাঁচ ভাবতে হয়। তবে, গ্রীষ্মকালে শুধু উত্তরবঙ্গ কিংবা সিকিম কেন যাবেন? প্রতিবেশী রাজ্যেও রয়েছে পাহাড়ে ঘেরা 'মিনি তিব্বত'। কথা হচ্ছে ছত্তিশগড়ের মৈনপাটের। বর্ষা শুরুর মুখে একবার টুঁ মারতে পারেন বিন্ধ্যপর্বতের পাদদেশে অবস্থিত মৈনপাটে।জুন-জুলাই মাসে মৈনপাটের রং বদলে যায়। বছরভর যে অঞ্চল রুক্ষ থাকে, বর্ষাকালে সেটাই সেজে ওঠে সবুজে। পাহাড়ের পাকদণ্ডী পথ, ঘন জঙ্গল, ছোট-বড় জলপ্রপাতে ঘেরা মৈনপাট। তিন-চার দিনের ছুটিতে অনায়াসে ঘুরে আসতে পারেন মৈনপাট থেকে। যদিও এই জায়গা ছত্তিশগড়ের 'মিনি তিব্বত' নামেই পরিচিত। ১৯৬২ সাল থেকে এখানে তিব্বতিদের বাস। তাই এখানে যেমন বৌদ্ধ মঠ দেখতে পাবেন, তেমনই চোখে পড়বে রঙিন প্রার্থনা পতাকা।মৈনপাটের প্রাকৃতি সৌন্দর্যের জন্য অনেকে আবার একে 'ছত্তিশগড়ের শিমলা' ও বলে। মৈনপাটে দেখার জায়গা অনেক। প্রথম দিনেই ঘুরে নিতে পারেন উল্টাপানি। এটি আসলে জলপ্রপাত, যার জলধারা উল্টো দিকে প্রবাহিত হয়। এটাই মৈনপাটের অন্যতম আকর্ষণ। এ ছাড়া ঘুরে নিতে পারেন পরপটিয়া ফিশ পয়েন্ট। এখানে পাহাড়ের গা বেয়ে নামছে জলপ্রপাত। যদিও এখানে



পৌঁছতে গেলে সিঁড়ি ভাঙতে হবে আপনাকে। পাশাপাশি ঘুরে নিতে পারেন জলজলি পয়েন্ট, মেহতা পয়েন্ট, বার্ড আই ভিউ, চিত্রকোট পর্ব, কাম্বলেশ্বরী মন্দির, কৈলাস কটুমসার গুহা, বারনাওয়াপাড়া বন্যপ্রাণ অভয়ারণ্য ইত্যাদি জায়গা। কলকাতা থেকে সড়কপথে প্রায় ৭০০ কিলোমিটারের রাস্তা মৈনপাট। হাওড়া থেকে সমলেশ্বরী এক্সপ্রেস ধরে ঝাড়সুগুদা স্টেশনে নামুন। এখান থেকে মৈনপাট প্রায় ২০০ কিলোমিটারের রাস্তা। গাড়িতে সময় লাগবে প্রায় ৬-৭ ঘণ্টা। মৈনপাটে থাকার জন্য একাধিক হোটেল ও রিসর্ট পেয়ে যাবেন।

রাজপ্রাসাদ, জলপ্রপাত আর সুস্বাদু চাট!

যাবেন নাকি ইন্দোর ভ্রমণে?

মধ্যপ্রদেশের হৃদয়ে অবস্থিত ভারতের সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন শহর ইন্দোর, শুধু পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য নয়, বরং তার ইতিহাস, প্রকৃতি, খাদ্য সংস্কৃতি এবং কেনাকাটার অসাধারণ অভিজ্ঞতার জন্যও পর্যটকদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। আপনি যদি গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণের পরিকল্পনা করছেন, তাহলে ইন্দোর হতে পারে আপনার আদর্শ গন্তব্য।ইন্দোরে ঢুকেই চোখে পড়বে শহরের ঐতিহাসিক গর্ব—রাজওয়াড়া প্রাসাদ। রাজপ্রাসাদের স্থাপত্যশৈলী ও রাজকীয় ইতিহাস আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে হোলকার রাজবংশের যুগে। এখানেই শেষ নয়, কাচের মন্দির, লাল বাগ প্রাসাদ, বড়া গণপতি মন্দির এবং কোরাল ধাম—এই সব দর্শনীয় স্থান ইন্দোরকে করে তুলেছে এক ঐতিহাসিক সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র।প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে চাইলে অবশ্যই ঘুরে আসতে হবে ইন্দোর শহর থেকে প্রায় ৪০ কিমি দূরের পাতালপানি জলপ্রপাত**। প্রায় ৩০০ ফুট উচ্চতা থেকে ঝরে পড়া জলের ধারা, সবুজে ঘেরা পরিপূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং ঠান্ডা হাওয়া—সব মিলিয়ে এটি এক আদর্শ পিকনিক ও প্রকৃতিপ্রেমীদের স্বর্গ। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে এই জলপ্রপাত পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে।শুধু চোখ নয়, জিভেও যেন আনন্দ ধরা দেয় ইন্দোরে। শহরের জনপ্রিয় ৫৬ দোকানের গলি—'ছপ্পান দোকান' নামে পরিচিত—খাদ্যপ্রেমীদের জন্য এক স্বর্গরাজ্য। মশলাদার চাট, ইন্দোরি পোহা, দহি পুরি, শিকঞ্জি থেকে শুরু করে সাবুদানা খিচুড়ি এবং ঠান্ডা কোল্ড কফি—প্রতিটি পদ আপনার রসনাকে করবে সন্তুষ্ট। মুঘলাই ও উত্তর ভারতীয় রান্নার বৈচিত্র্যতাও এখানে উল্লেখযোগ্য। মাটন সীখ কাবাব কিংবা সুস্বাদু চিকেন হান্ডি একবার খেলে সহজে ভুলতে পারবেন না।কেনাকাটা ছাড়া কি আর ভ্রমণ সম্পূর্ণ হয়? ইন্দোরে তারও অভাব নেই। শহরের বিখ্যাত এমটি ক্লথ মার্কেট হল পোশাকপ্রেমীদের স্বর্গ, যেখানে শাড়ি, সালোয়ার স্যুট, দোপাট্টা সহ নানা ধরনের কাপড় পাওয়া যায়। এছাড়াও, সারাফা বাজারে আপনি পাবেন চোখ ধাঁধানো গয়নার সম্ভার—সোনা, রূপা ও বিভিন্ন কৃত্রিম অলঙ্কার মিলবে অনেক ছোট ছোট দোকানে।যোগাযোগ ব্যবস্থাও ইন্দোরে অত্যন্ত সুবিধাজনক। শহরটি রেল, সড়ক এবং বিমানপথে দেশের অন্যান্য অংশের সাথে সুসংযুক্ত। ইন্দোর জংশন একটি প্রধান রেল স্টেশন, এবং দেবী অহল্যাবাই হোলকার বিমানবন্দর শহর থেকে মাত্র ৭ কিমি দূরে অবস্থিত।সুতরাং, ইতিহাস, প্রকৃতি, খাবার, কেনাকাটা—সব কিছুর এক চমৎকার মেলবন্ধন পেতে চাইলে, এই ছুটিতে ইন্দোর রাখুন আপনার ট্র্যাভেল লিস্টের শীর্ষে।



শাহরুখ খান সত্যি কি মার্ভেলের নতুন সুপারহিরো হচ্ছেন ?



বছর দুয়েক আগের কথা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বলিউড তারকা শাহরুখের কিছু ছবি (বানানো) ভাইরাল হয়। 'পিক্সআর্ট' অ্যাপসের মাধ্যমে শাহরুখ, ভক্তদের বানানো সেই ছবিগুলোতে জনপ্রিয় কল্পকাহিনির সুপারহিরোদের রূপে দেখা যায় শাহরুখকে। অতিপ্রাকৃত বা অতিমানবীয় ক্ষমতার অধিকারী এসব চরিত্র সারা বিশ্বের সিনেমাপ্রেমীদের কাছে জনপ্রিয়। 'আয়রন ম্যান', 'থর', 'ডক্টর স্ট্রেঞ্জ' সহ বেশ কিছু চরিত্রে যদি শাহরুখ খান অভিনয় করতেন, তাহলে এই বলিউড বাদশাকে কেমন দেখাত? সেটাই দেখিয়েছেন শাহরুখ, ভক্তরা। এবার শোনা যাচ্ছে, বলিউড কা বাদশা শাহরুখ মার্বেল-এ নাম লেখাচ্ছেন।

অবশ্য এর আগেও শাহরুখকে নিয়ে একাধিকবার গুঞ্জন শোনা গেছে, তিনি অভিনয় করতে চলেছেন হলিউডের সিনেমায়। তবে সেই গুঞ্জন পুরোদস্তুর বাস্তবে রূপ নেয়নি।শাহরুখ,ভক্তরা অবশ্য আশা ছাড়েননি। তাঁরা আশা করে আছেন, বলিউডের আঙিনা থেকে হলিউডে নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখবেন শাহরুখ। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের খবর অনুযায়ী, শাহরুখকের হলিউডে নাম লেখানো অনেকটাই চূড়ান্ত। শোনা যাচ্ছে, কিং খান নাকি মার্ভেল স্টুডিওর সঙ্গে এক সম্ভাব্য চরিত্র নিয়ে প্রাথমিক কথাবার্তা বলছেন। এমন খবর সামনে আসতেই বলিউড থেকে হলিউড;সর্বত্র আলোচনা শুরু হয়েছে। ভক্তদের মনে একটাই প্রশ্ন, এবার কি তবে শাহরুখ মার্ভেলের সুপারহিরো?

সম্প্রতি এক্সের (সাবেক টুইটার) একটি জনপ্রিয় অ্যাকাউন্ট 'মার্ভেললিকস২২' একটি ছবি পোস্ট করে দাবি করে, শাহরুখ খান মার্ভেল স্টুডিওর সঙ্গে আলোচনায় রয়েছেন। ছবির সঙ্গে সরাসরি কিছু লেখা না থাকলেও কিছুক্ষণের জন্য একটি পোস্টে লেখা ছিল, 'সংবাদ/গুজব শাহরুখ খান নাকি মার্ভেলের সঙ্গে ভবিষ্যতের একটি প্রজেক্ট নিয়ে আলোচনা করছেন।' অবশ্য, পরে পোস্টটি ডিলেট করা হয়। কিন্তু শাহরুখ,ভক্তরা এনিয়ে চর্চা শুরু করেছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। এই গুঞ্জনে এর আগে নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন অ্যান্থনি ম্যাকি, যিনি এখন মার্ভেলের নতুন 'ক্যাপ্টেন অ্যামেরিকা'। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'যদি বলিউড থেকে কাউকে মার্ভেল সিনেম্যাটিক ইউনিভার্স-এ নিতে হয়, তাহলে আমার পছন্দ একজনই, তিনি শাহরুখ খান। উনি এককথায় অসাধারণ।' শুধু তাই নয়, ২০১৮ সালে মার্ভেলের ক্রিয়েটিভ ডেভেলপমেন্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট স্টিফেন ওয়াকার জানিয়েছিলেন, শাহরুখকে তিনি মার্ভেলের ছবিতে দেখতে চান। এদিকে ২০২৩ সালে 'দ্য মার্ভেলস' সিনেমার পরিচালক নিয়া ডিকস্টাও শাহরুখের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছিলেন, 'শাহরুখ খান একজন কিংবদন্তি। তাই না?'

বলে নেওয়া ভালো, খোদ শাহরুখ হলিউড নিয়ে খুব বেশি আশাবাদী নন। ২০০৮ সালের বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবের আগে শাহরুখ বলেছিলেন যে তিনি পশ্চিমা চলচ্চিত্রের জন্য যথেষ্ট প্রতিভাবান নন। তিনি এটাও বলেছিলেন যে তিনি কুংফু ও সালসা জানেন না এবং তিনি যথেষ্ট লম্বাও নন। এমনকি তিনি বলেছিলেন যে বলিউডে একজন অভিনেতা হিসেবে তিনি যে ধরনের অভ্যর্থনা পেয়েছেন, তাতে তিনি বিস্মিত, কৃতজ্ঞ।

আজীবন সম্মান পেলেন 'গডফাদার' সিনেমার পরিচালক কপোলা



একাধিক অস্কারজয়ী পরিচালক ফ্রান্সিস ফোর্ড কপোলা শনিবার এক তারকাখচিত অনুষ্ঠানে আজীবন সম্মাননা পুরস্কার গ্রহণ করেছেন। অনুষ্ঠানে তার চলচ্চিত্র নির্মাণের 'নির্ভীক' মনোভাবের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের হলিউড থেকে এএফপি জানায়, 'দ্য গডফাদার' ও 'অ্যাপোক্যালিপস নাও' এর মতো চলচ্চিত্র উপহার দেওয়া ৮৬ বছর বয়সী এই কিংবদন্তি পরিচালক অপর দুই খ্যাতিমান চলচ্চিত্র নির্মাতা কিংবদন্তি স্টিভেন স্পিলবার্গ ও জর্জ লুকাসের কাছ থেকে ট্রফি গ্রহণ করেন।

তারা কপোলাকে প্রচলিত 'ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই' ও 'আমেরিকান সিনেমাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত' করার জন্য প্রশংসা করেন।'স্টার ওয়ার্স' এর স্রষ্টা লুকাস স্মরণ করেন, কপোলা তাকে বলেছিলেন, 'খাড়া পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিতে ভয় পেও না।'

অন্যদিকে, স্পিলবার্গ কপোলাকে 'নির্ভীক পরিচালক' অভিহিত করে বলেন, 'দ্য গডফাদার' হলো 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্মিত সর্বশ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র।'স্পিলবার্গ আরও বলেন, 'আপনি পূর্বসূরিদের কাজের ভিত্তিতে আমেরিকান চলচ্চিত্রের ধারা পুনঃনির্ধারণ করেছেন এবং এর মধ্য দিয়ে গল্পকারদের এক নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেছেন।'

খ্যাতনামা আমেরিকান ফিল্ম ইনস্টিটিউট (এএফআই) এই সম্মাননা দিয়েছে। তারা প্রতি বছর সেরা চলচ্চিত্রের তালিকা তৈরি করে এবং এটা শিল্প জগতের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ সংস্থা হিসেবে বিবেচিত। হলিউডের ডলবি থিয়েটারে রবার্ট ডি নিরো ও ডাস্টিন হফম্যানসহ চলচ্চিত্র অঙ্গনের বরেণ্য ব্যক্তিত্বদের সামনে বক্তৃতা করতে উঠে কপোলা বলেন, এই পুরস্কার পাওয়া তার কাছে 'বাড়ি ফিরে আসার' মতো অনুভূত হচ্ছে।

'আমি এখন বুঝতে পারি, এই জায়গাটি, যেটি আমাকে (পরিচালক হিসেবে) গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে, এটা আমার নিজের বাড়ির মতোই; কিন্তু আপনারা না থাকলে এর কোনো মূল্যই নেই;বন্ধু, সহকর্মী, শিক্ষক, সমসাময়িক অন্যান্য পরিচালক, পরিবার, প্রতিবেশী; আপনাদের সবার সুন্দর মুখ আমাকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছে', যোগ করেন তিনি।

ছয়বারের একাডেমি পুরস্কার বিজয়ী কপোলাকে এএফআই 'স্বপ্নদ্রষ্টা', 'অগ্রদূত' ও 'বিদ্রোহী' হিসেবে অভিহিত করেছে। 'অ্যাপোক্যালিপস নাও' নির্মাণের সময় পাঁচটি অস্কার রাগের মাথায় জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলা কপোলা অনুষ্ঠানে উপস্থিত সহকর্মীদের আবেগপূর্ণ শ্রদ্ধা নিবেদন শুনেছেন।

রবার্ট ডি নিরো, আল পাচিনো, ডায়ান লেন, হ্যারিসন ফোর্ড ও রালফ ম্যাকিয়োর মতো তারকারা তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেছেন, কপোলা তাদের ওপর আস্থা রেখেছিলেন। ডাস্টিন হফম্যান বলেন, 'যখন স্টুডিও বড় তারকাদের চেয়েছিল, আপনি তখন অভিনেতাদের জন্য লড়াই করেছেন।'

মজার ছলে হফম্যান যোগ করেন, কপোলা অনেক তরুণ অভিনেতার ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন, অথচ তার নিজের বয়স ৮৬ হওয়ার আগে কপোলার কোনো সিনেমায় সুযোগ পাননি।উল্লেখ্য, গত বছর কপোলার সায়েন্স-ফিকশন ড্রামা 'মেগালোপলিসে' অভিনয়ের সুযোগ পান 'রেইন ম্যান'-খ্যাত অভিনেতা হফম্যান।

বিশ্বসুন্দরীর ফ্ল্যাটে চাহাল ! মাসে ভাড়া ৩ লক্ষ



ভারতের তারকা লেগ স্পিনার যুজবেন্দ্র চাহাল এই মুহূর্তে আইপিএল মঞ্চে দুর্দান্ত ছন্দে। মাঠে উইকেটের বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু মাঠের বাইরেও সমানভাবে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছেন তিনি। কারণ? তিনি নাকি এখন বিশ্বসুন্দরীর অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়াটে!

হ্যাঁ, ঠিকই পড়ছেন। মুম্বইয়ের একটি প্রিমিয়াম লোকেশনে ১৪০০ স্কোয়ার ফিটের বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়েছেন চাহাল। যার মালকিন আর কেউ নন; নাতাশা সুরি, ২০০৬ সালের ফেমিনা মিস ওয়ার্ল্ড ইন্ডিয়া, যিনি পেশায় একজন অভিনেত্রী, সুপারমডেল এবং জনপ্রিয় টেলিভিশন হোস্ট।

এই অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিতে চাহাল দিয়েছেন ১০ লক্ষ টাকার সিকিউরিটি মানি। প্রতি মাসে ভাড়া গুনছেন ৩ লক্ষ টাকা! এবং এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী, এক বছরের পর ভাড়ায় ৫ শতাংশ বৃদ্ধি হবে। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে দু'বছরের জন্য এই চুক্তি হয়।

চাহালের এই হাই-প্রোফাইল ঠিকানার খবরে নতুন করে মাথাচাড়া দিয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ঘিরে নানা জল্পনা। কয়েক মাস আগেই স্ত্রী ধনশ্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদের খবর চর্চায় এসেছিল। শোনা গিয়েছিল, ধনশ্রী মুম্বইয়ে থাকতে চাইলেও চাহাল থাকতে চাইতেন হরিয়ানায় পরিবারের সঙ্গে। সেসময় মুম্বই আসার বিষয়ে নাকি অনীহা দেখিয়েছিলেন চাহাল।

তাহলে এখন? হঠাৎ মুম্বইয়ে আসার এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে কি রয়েছেন মেহবেশ? যাঁকে সম্প্রতি আইপিএলের ম্যাচে চাহালের পাশে বারবার দেখা যাচ্ছে! এমনকি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সময়ও দু'জনকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল দুবাইয়ে। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবিও ভাইরাল হয়েছে।

চাহালের জীবনের এই নতুন অধ্যায় ঘিরে কৌতূহল তুঙ্গে। একদিকে মাঠে তাঁর ঘূর্ণি জাদু, অন্যদিকে বিশ্বসুন্দরীর ফ্ল্যাটে তাঁর থাকা; সব মিলিয়ে যেন এক আসল-নকলের রোমাঞ্চকর সিনেমা! এখন দেখার, সামনে আরও কী চমক নিয়ে আসেন যুজি। চাহালের প্রেম, ফ্ল্যাট আর পারফরম্যান্স; সব মিলিয়ে এখন তিনি ভারতীয় ক্রিকেটের রঙিন খবরে একেবারে প্রথম সারিতে।

ইনস্টাগ্রামেও 'সার্জিকাল স্ট্রাইক'! পাক-শিল্পী মাহিরা-হানিয়াদের অ্যাকাউন্ট বন্ধ ভারতে

ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের উত্তেজনার পারদ যখন চরমে, তখন বিনোদনের ময়দানেও শুরু হয়েছে একপ্রকার 'ডিজিটাল সার্জিক স্ট্রাইক'। পহেলগাঁও হামলায় ২৬ জন শহিদের ঘটনার রেশ না কাটতেই এবার আইনি পদক্ষেপে মাহিরা খান, হানিয়া আমির, আলি জাফর, সনম সইদ, বিলাল আব্বাস, ইমরান আব্বাস, ইকরা আজিজ এবং সজল আলির মতো একঝাঁক জনপ্রিয় পাকিস্তানি তারকার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট ভারতে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ইনস্টাগ্রামে প্রবেশ করলেই দেখা যাচ্ছে, ''এই অ্যাকাউন্টটি ভারতে উপলব্ধ নয়। আইনি অনুরোধ অনুযায়ী রেস্ট্রিকশন আরোপ করা হয়েছে।'' ফলে ভারতের দর্শক আর তাঁদের কনটেন্ট দেখতে পাচ্ছেন না। শুধু তাই নয়, একযোগে নিষিদ্ধ করা হয়েছে পাকিস্তানের ১৬টি ইউটিউব চ্যানেল, যার মধ্যে সংবাদমাধ্যমও রয়েছে। অভিযোগ; ভারতের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক, সাম্প্রদায়িক ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করছিল এই চ্যানেলগুলি।

এই পদক্ষেপের পাশাপাশি, পাকিস্তানি অভিনেতা ফাওয়াদ খানের নতুন ছবি 'আবির গুলাল'-এর মুক্তি রুখতেও তৎপর হয়েছে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির শীর্ষ সংগঠন চজ্জঙ্ক। ছবির গান ইউটিউব থেকে মুছে ফেলা হয়েছে, প্রযোজকদের সতর্ক করে পাঠানো হয়েছে চিঠি। এমনকি ভবিষ্যতে কোনো পাকিস্তানি শিল্পীর সঙ্গে কাজ না করার কড়া নির্দেশও জারি হয়েছে।

সীমান্ত পেরিয়ে এই চাপানউতোরের প্রভাব পড়ছে কূটনৈতিক পরিসরেও। বন্ধ ঘোষণা হয়েছে ওয়াঘা-আটারি সীমান্ত, পাকিস্তানি নাগরিকদের ভিসা বাতিলের পথে ভারত। ১লা মে'র মধ্যে সকল পাকিস্তানি নাগরিককে দেশ ছাড়ার নির্দেশও জারি হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানা যাচ্ছে। দু'দেশের হাই কমিশন থেকেও সরানো হচ্ছে সামরিক পরামর্শদাতাদের। বাতিল করা হয়েছে বহু পুরনো সিন্ধু জলচুক্তি। সব মিলিয়ে, বিনোদন থেকে কূটনীতি; প্রতিটি স্তরেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কঠোর বার্তা দিচ্ছে ভারত। এবার সেই বার্তা পৌঁছে গেল ইনস্টাগ্রামের স্ক্রিনেও।

গ্ল্যামার নয়, অভিনয় দিয়েই নজর কেড়েছেন মনোজ বাজপেয়ী

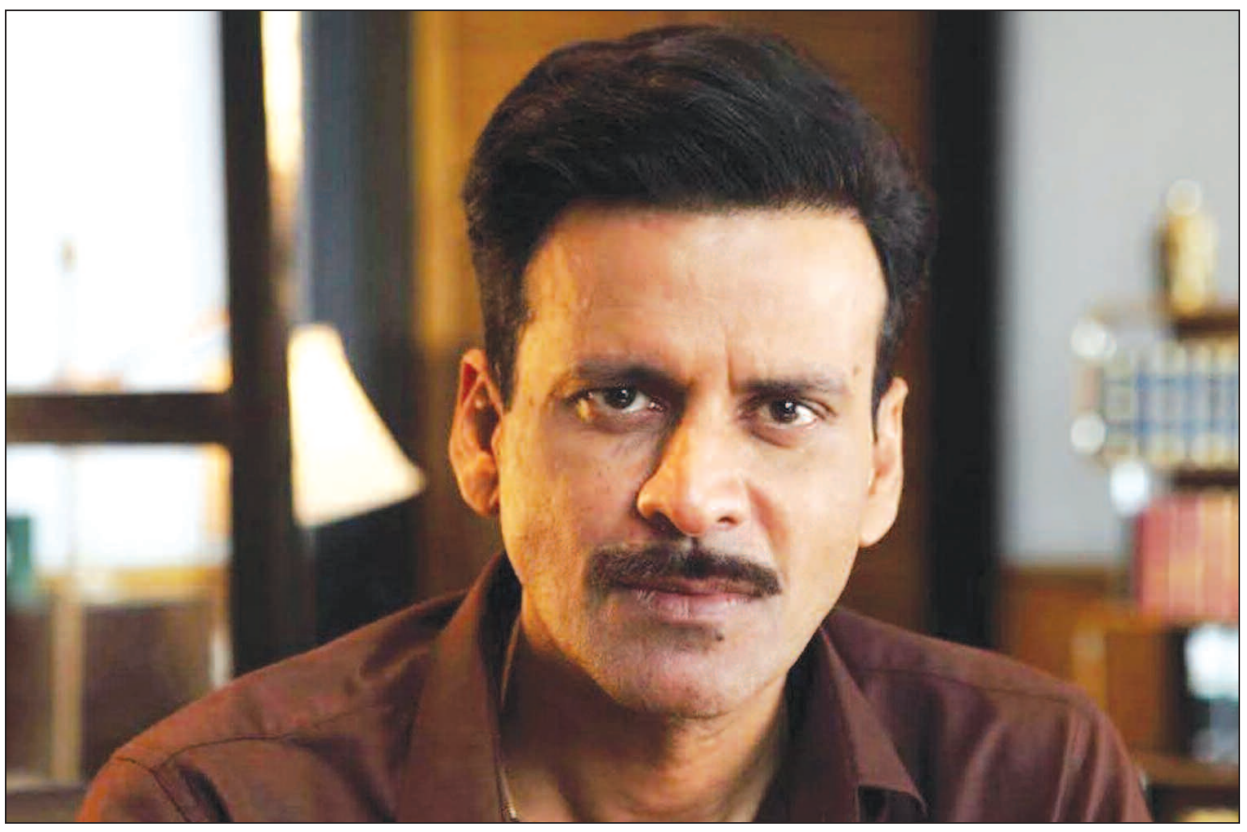

মনোজ বাজপেয়ীর নাম শুনলেই চোখে ভেসে ওঠে একের পর এক শক্তিশালী চরিত্র। বলিউডে তাঁর পারফরম্যান্স বহুবার মুগ্ধ করেছে দর্শকদের। কিন্তু জানেন কি, এই সাফল্যের আড়ালে রয়েছে কঠিন লড়াই, আত্মত্যাগ আর অসীম ধৈর্য? হ্যাঁ, একসময় বাবার ভয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে হয়েছিল তাঁকে! মুখ ফুটে নিজের স্বপ্ন বলতেও পারতেন না। কারণ? তাঁর বাবা চেয়েছিলেন ছেলে হোক ডাক্তার, আর মনোজ? তিনি স্বপ্ন দেখতেন অভিনেতা হওয়ার।

বিহারের এক ছোট্ট গ্রামে জন্ম মনোজের। পেশায় কৃষক বাবা ছেলের জীবনে দেখতে চেয়েছিলেন স্থিতি ও সম্মান। তাই ছোটবেলাতেই পাঠিয়ে দেন হোস্টেলে। মাত্র সাত বছর বয়সে মায়ের কোলে ছেড়ে হোস্টেলের চার দেওয়ালে বন্দি জীবন, আজও সে অভিজ্ঞতা ভুলতে পারেননি মনোজ।

'দ্য অনুপম খের শো'-তে মন খুলে বলেছিলেন অভিনেতা, কীভাবে অভিনয়ের প্রতি তাঁর টান ছিল ছোট থেকেই। আর সেই টানই তাঁকে নিয়ে যায় দিল্লি, তবে বাবাকে বলেননি সত্যিটা। বলেছিলেন, আইএএস হবেন। অথচ মনোজ তখন জানতেন, তাঁর লক্ষ্য অভিনয়। শুধু একটাই চিন্তা ছিল; যদি সত্যিটা বলেন, তবে দিল্লি যাওয়াই হবে না।

অবশেষে এক চিঠির মাধ্যমে বাবাকে জানান দেন আসল কারণ। বাবার প্রথম প্রতিক্রিয়া? ''মনোজ, আমি তো তোমার বাবা! আমি জানতাম তুমি অভিনয় করতেই গিয়েছ!'' এমন স্নেহ মেশানো রসবোধেই মেনে নেন ছেলের সিদ্ধান্ত।

১৯৯৪ সালে 'দ্রোহকাল' দিয়ে শুরু বলিউড যাত্রা। তবে ১৯৯৮ সালের 'সত্যা' সিনেমার 'ভিকু মাথরে' চরিত্র তাঁকে রাতারাতি এনে দেয় জাতীয় খ্যাতি। জাতীয় পুরস্কার, ফিল্মফেয়ার; একে একে সবই নিজের করে নেন মনোজ। এরপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি।

গ্যাংস অফ ওয়াসেপুর', 'শূল', 'আলিগড়', 'ভোসলে' কিংবা 'দ্য ফ্যামিলি ম্যান' ; প্রতিটি চরিত্রে তিনি যেন নিজেকে নতুন করে খুঁজে পান। তিনি স্টারডমের মোড়কে ঢাকা কোনও মুখ নন। তিনি সেই বিরল অভিনেতাদের একজন, যাঁদের অভিনয়ই তাঁদের পরিচয়।মনোজ বাজপেয়ী আজ একটি নাম নয়; একটি প্রতিষ্ঠান। তিনি প্রমাণ করেছেন, গ্ল্যামারের বাইরে থেকেও শুধুমাত্র প্রতিভা আর নিষ্ঠা দিয়ে পৌঁছানো যায় সাফল্যের শিখরে।

জিমিনের 'লাই', ২৬০ মিলিয়ন বার শোনার রেকর্ড



কে-পপ ব্যান্ড বিটিএস সদস্য জিমিনের 'লাই' গত সপ্তাহে স্পটিফাইতে ২৬০ মিলিয়ন বার শোনার মাইলফলক গড়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার সংবাদমাধ্যম কোরিয়া হেরাল্ডের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। কোরিয়া হেরাল্ডের তথ্য অনুযায়ী, এটি তার প্রথম একক ও ২০১৬ সালে প্রকাশিত বিটিএসের দ্বিতীয় পূর্ণ অ্যালবাম 'উইংস'-এ গানটি ছিল। জিমিন গানটির সুর করেছেন ও সহরচয়িতা।

এদিকে প্রথম কে-পপ একক হিসেবে জিমিনের দ্বিতীয় একক অ্যালবাম 'মিউজ' এবং ফোকাস ট্রাক 'হু' যুক্তরাষ্ট্রে স্পটিফাইয়ের সাপ্তাহিক শীর্ষ অ্যালবাম চার্ট ও গানের চার্টে টানা ৪০ সপ্তাহের বেশি শীর্ষ অবস্থান ধরে রেখেছে। 'হু' টানা ২৮০ দিন ডেইলি টপ গানের চার্টে কে-পপ একক হিসেবে শীর্ষ এককের রেকর্ড গড়েছে।

সাম্প্রতিককালে এক সাক্ষাৎকারে জিমিন জানান, মহামারির সময় নিজের অস্তিত্ব নিয়ে সংকটে ছিলেন। সে দুঃসময়ই তাকে এককভাবে গান করার প্রেরণা দেয়। তিনি বলেন, আমি এটা অন্যদের কিছু বলার জন্য না, বরং নিজের জন্যই করেছি। দেড় বছরের মহামারির পর ভাবছিলাম, আমি যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। তখন অন্য সদস্যরা বলল, তুমি কেন এটা গান হিসেবে প্রকাশ করো না? তখনই সিদ্ধান্ত নিই;আমার কথা আমার গানেই বলা উচিত। জিমিন আরও বলেন, আমি কিছু না করলে অস্থির হয়ে যাই। ভাবি, এভাবে কি দিনটা শেষ করে দিলাম? তবে এখন একটু পরিবর্তন এসেছে, কিন্তু মাঝেমধ্যেই ভাবি আমি ওই সময়গুলোতে কী করছিলাম? বর্তমানে জিমিন দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনীতে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ২২ নভেম্বর ২০২৩-এ আনুষ্ঠানিকভাবে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং ১২ ডিসেম্বর ২০২৩ থেকে সক্রিয় দায়িত্ব পালন শুরু করেন।

টানা আট দিন যুদ্ধ বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন পাক সেনার, উপযুক্ত জবাব ভারতের



ফের যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন, এই নিয়ে টানা আটদিন নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর বিনা উস্কানিতে গুলি চালাল পাক সেনা। জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারা, বারামুল্লা, পুঞ্চ, নওশেরা এবং আখনুর এলাকায় বিনা উস্কানিতে গুলি চালিয়েছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। তবে পাল্টা এবং উপযুক্ত জবাব দিয়েছে ভারতীয় সেনাও। মঙ্গলবার রাত থেকে বুধবার ভোর পর্যন্ত সীমান্তবর্তী নৌসেরা, সুন্দেরবানি, আখনুর সেক্টরে বিনা প্ররোচনায় গুলি চালাতে থাকে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী। সোমবার রাতেও কাশ্মীরের কুপওয়ারা ও বারামুলা সেক্টরে বিনা প্ররোচনায় গুলি চালিয়েছিল পাকিস্তান। তার আগে হামলা চলে পুঞ্চে। গত ২২শে এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যে নিয়ন্ত্রণরেখা (এলওসি) বরাবর বারবার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করছে পাক বাহিনী। বিনা কারণে গুলি চালানো ও সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন নিয়ে মঙ্গলবারই পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে স্পষ্টভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে ভারতের পক্ষ থেকে। এই ঘটনা ২০০৩ সালের যুদ্ধবিরতি চুক্তিকে অমান্য করছে বলে মনে করছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভারত ও পাকিস্তান যৌথভাবে ওই চুক্তির প্রতি ফের অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু চলমান লঙ্ঘন সেই প্রতিশ্রুতির ভবিষ্যৎকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে।এদিকে, আমেরিকার পররাষ্ট্রসচিব মার্কো রুবিও ভারত ও পাকিস্তানকে উত্তেজনা কমানোর আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্করকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াইয়ে ওয়াশিংটনের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। এদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একদিন আগেই এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে সশস্ত্র বাহিনীকে "সম্পূর্ণ অপারেশনাল স্বাধীনতা" দিয়ে দিয়েছেন।কবে, কোথায় এবং কীভাবে পহেলগাঁও হামলার পাল্টা জবাব দেওয়া হবে তার সিদ্ধান্ত নেবে সেনাবাহিনী।

বাংলাদেশে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধের দাবি, নোয়াখালিতে এনসিপির মিছিল

আওয়ামী লীগের বিচার এবং দলটির কার্যক্রম নিষিদ্ধের দাবিতে নোয়াখালীতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। আজ শুক্রবার জুমার নামাজের পর জেলা শহর মাইজদীতে এসব কর্মসূচি পালন করা হয়।প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, পূর্বঘোষিত বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন উপলক্ষে জুমার নামাজের আগে থেকে এনসিপির নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা জেলা জামে মসজিদ এলাকায় জড়ো হতে থাকেন। বেলা দুইটার দিকে তাঁরা জেলা জামে মসজিদের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। মিছিলটি জিলা স্কুল ও পৌর বাজার এলাকা অতিক্রম করে জামে মসজিদ মোড় এলাকায় সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।সমাবেশে বক্তব্য দেন এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তুহিন ইমরান, জেলা সংগঠক কাজী মাঈন উদ্দিন ওরফে তানভির। বক্তারা বলেন, জুলাই-আগস্টের গণ-আন্দোলনের সময় সারা দেশে দুই হাজারের বেশি মানুষকে নির্বিচার হত্যা করেছে আওয়ামী লীগ। হাজার হাজার মানুষকে পঙ্গু করেছে। এই আওয়ামী লীগের রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে। আওয়ামী লীগের কোনো নেতা-কর্মী যাতে কোনো ঝটিকা মিছিল করতে না পারেন, সে বিষয়ে সবাইকে সজাগ রাখতে হবে। যেখানেই আওয়ামী লীগ মিছিল-মিটিং করার চেষ্টা করবে, সেখানেই তাদের এই দেশের ছাত্র-জনতা প্রতিহত করবে।সুধারাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, শান্তিপূর্ণ মিছিল-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোথাও কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

গাজা যুদ্ধের বিরুদ্ধে মুখ খুলছেন ইসরায়েলি সেনারা, চাপে নেতানিয়াহু

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি যুদ্ধ থামার কোনো লক্ষণ নেই। সেই সঙ্গে এ যুদ্ধের বিরোধিতাও অব্যাহতভাবে বাড়ছে।ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর সব শাখার হাজারো সংরক্ষিত সেনা সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু সরকারের কাছে যুদ্ধ বন্ধের দাবি জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন। যুদ্ধের পরিবর্তে হামাসের কাছে জিম্মি বাকি ৫৯ জনকে মুক্ত করার জন্য একটি চুক্তি করার আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা।১৮ মাস আগেও খুব কম ইসরায়েলির মধ্যেই ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসকে পরাজিত করে জিম্মিদের মুক্ত করার জন্য তুলে ধরা এ যুদ্ধের যৌক্তিকতা নিয়ে সন্দেহ ছিল।ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে গত জানুয়ারিতে হওয়া যুদ্ধবিরতি এবং ৩০ জনের বেশি জিম্মিকে মুক্তি দেওয়ার বিষয়টি অনেকের মধ্যে আশা জাগিয়েছিল যে খুব শিগগিরই এ যুদ্ধের অবসান ঘটতে পারে।কিন্তু গত মার্চের মাঝামাঝি ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি ভেঙে গাজায় আবার ভয়াবহ হামলা শুরু করার পর সে আশা ভেঙে গেছে।

ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের সাবেক প্রধান ড্যানি ইয়াতম বলেন, 'আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে ইসরায়েল খুব খারাপ অবস্থার দিকে এগোচ্ছে। আমরা বুঝতে পারছি, নেতানিয়াহু মূলত নিজের স্বার্থ নিয়েই বেশি ভাবছেন। তাঁর অগ্রাধিকারের তালিকায় জিম্মিরা নন; বরং নিজের ও তাঁর সরকারকে স্থিতিশীল রাখার স্বার্থ।'

সাম্প্রতিক সময়ে সরকারের কাছে পাঠানো চিঠিতে ইয়াতমের মতো যাঁরা স্বাক্ষর করেছেন, তাঁদের অনেকেই দীর্ঘদিন ধরে নেতানিয়াহুর সমালোচনা করে আসছেন। কেউ কেউ আবার ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর সরকারবিরোধী আন্দোলনে অংশ নেন।ড্যানি ইয়াতম বলেন, 'আমি চিঠিতে সই করেছি এবং আমি এই প্রতিবাদে অংশ নিচ্ছি রাজনৈতিক কারণে নয়; জাতীয় স্বার্থের কারণে। আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন যে আমার দেশ পথ হারাতে যাচ্ছে।'

এপ্রিলের প্রথম দিকে প্রকাশিত ইসরায়েলি সরকারের কাছে পাঠানো প্রথম খোলাচিঠিতে বিমানবাহিনীর এক হাজার সংরক্ষিত সেনা ও অবসরপ্রাপ্ত সদস্য স্বাক্ষর করেছিলেন।চিঠিতে এই সেনারা লিখেছেন, 'যুদ্ধ জারি রাখার বিষয়টি সরকারঘোষিত লক্ষ্যগুলোর কোনোটি বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখছে না; বরং এটি জিম্মিদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে।'চিঠিতে স্বাক্ষরকারীরা তাঁদের অনুসরণ করতে অন্যান্য ইসরায়েলির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ, গাজায় এখনো বেঁচে থাকা ২৪ জন জিম্মির জীবনরক্ষার সময় ফুরিয়ে আসছে। তাঁরা বলেন, 'প্রতিটি নতুন দিন তাঁদের জীবনকে নতুন করে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এ অবস্থায় দ্বিধাগ্রস্ত প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের জন্য অপমানজনক।'

সিরিয়ায় প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের কাছেই হামলা ইসরায়েলের



ইসরায়েলের বিমান বাহিনী শুক্রবার ভোরে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের কাছে হামলা চালিয়েছে। সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের কাছে সরকারপন্থী বন্দুকধারী ও সংখ্যালঘু দ্রুজ সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েকদিন ধরে চলা সংঘর্ষের পর এ হামলা চালানো হলো।শুক্রবারের হামলাটি এ সপ্তাহে সিরিয়ায় ইসরায়েলের দ্বিতীয় হামলা এবং প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের কাছের একটি অঞ্চলে হামলা দেশটির নতুন নেতৃত্বের জন্য একটি কঠোর সতর্কবার্তা বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই অঞ্চলের বেশিরভাগ হায়াত তাহরির আল-শামের নেতৃত্বাধীন।এর আগে বৃহস্পতিবার সিরিয়ার দ্রুজের আধ্যাত্মিক নেতা শেখ হিকমত আল-হিজরি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার জন্য সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে, দামেস্কে প্রেসিডেন্ট হুসেইন আল-শারার প্রাসাদের এলাকা সংলগ্ন এলাকায় যুদ্ধবিমানগুলো হামলা চালিয়েছে।তবে বিবৃতিতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আর কিছু জানানো হয়নি।ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাটজ বলেছেন, এই হামলা সিরিয়ার নেতাদের প্রতি একটি বার্তা। তারা বলেন, এটি সিরিয়ার সরকারের প্রতি একটি স্পষ্ট বার্তা। আমরা দামেস্কের দক্ষিণ দিক থেকে সেনা প্রত্যাহার ও দ্রুজ সম্প্রদায়ের কোনো বিপদ হতে দেব না। সিরিয়ার সরকারপন্থী গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, পিপলস প্যালেসের কাছে শহরটির পাশের একটি পাহাড়ে এই হামলা চালানো হয়।

পাক আকাশসীমা বন্ধের সিদ্ধান্তে ৫ হাজার কোটি টাকার বেশি লোকসান উড়ান সংস্থার

দিল্লি, ২ মে— পহেলগাম কাণ্ডের পর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ভারত। ভারতের সেইসব ব্যবস্থা গ্রহণের পাল্টা দিতে ভারতীয় বিমানের জন্য আকাশসীমা বন্ধ করেছে পাকিস্তান। এই আকাশসীমা বন্ধের ফলে ব্যাপক ক্ষতির মুখে ভারতীয় উড়ান সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়া। সংস্থা সূত্রে খবর, পাকিস্তানের আকাশসীমা বন্ধের ফলে অন্তত ৫ হাজার কোটি টাকার বেশি লোকসান হতে পারে।

এই সমস্যার সমাধানে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনায় বসেছে একাধিক উড়ান সংস্থা। সূত্রের খবর, উড়ানের খরচ বেড়ে যাওয়া নিয়ে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনায় বসেছে এয়ার ইন্ডিয়া, এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস, ইন্ডিগো, স্পাইসজেট, আকাসা এয়ারের মতো একাধিক বিমান সংস্থা।

তাঁদের বক্তব্য, টানা একবছর যদি পাকিস্তানের আকাশসীমা বন্ধ থাকে ভারতীয় বিমানের জন্য, তাহলে বিপুল ক্ষতি হবে এয়ার ইন্ডিয়ার। অন্যদিকে পাকিস্তানের আকাশসীমা এড়িয়ে যাওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক উড়ানে অতিরিক্ত দেড় ঘণ্টা সময় লাগছে। উড়ানের খরচও বাড়ছে লাফিয়ে।

সব মিলিয়ে সপ্তাহে খরচ বাড়ছে ৭৭ কোটি টাকা। মাসের হিসাবে প্রায় ৩০৬ কোটি টাকা। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, দুই দেশের দ্বন্দ্ব অব্যাহত থাকলে বাধ্য হয়ে আন্তর্জাতিক বিমানের ভাড়া বাড়াবে উড়ান সংস্থাগুলি।

অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রকের কাছে সংস্থাগুলির তরফে জানানো হয়েছে, পাক আকাশসীমা বন্ধের বড়সড় প্রভাব পড়েছে। বিকল্প কোন পথে গেলে খরচের বোঝা কমতে পারে সেই নিয়েও কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। কেন্দ্রের কাছেও পরামর্শ চেয়েছে তারা। সূত্রের খবর, গোটা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছে কেন্দ্র।

ন্যাশনাল হেরাল্ড অর্থ তছরুপ মামলায় সনিয়া, রাহুলকে নোটিস আদালতের

দিল্লি, ২ মে— ন্যাশনাল হেরাল্ডের অর্থ তছরুপ মামলায় কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী ও রাহুল গান্ধীকে শুক্রবার নোটিস দিল দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। আদালতের বিশেষ বিচারক বিশাল গোগনে এদিন এই নোটিস জারি করেন। এদিন বিচারক গোগনে বলেন, চার্জশিটের বিষয় শোনার অধিকার তাঁদের রয়েছে। তাই তাঁদের আদালতে হাজিরার নির্দেশ দিয়ে নোটিস জারি করা হয়েছে। বিচারক এই মামলার পরবর্তী শুনানি ৮ মে ধার্য করে বলেন, স্বচ্ছ বিচার ব্যবস্থায় চার্জশিটের বিষয় জানার অধিকার রয়েছে।

প্রসঙ্গত, কংগ্রেসের রাজ্যসভা সদস্য তথা সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী এবং লোকসভা সদস্য রাহুল গান্ধী ইয়ং ইন্ডিয়ান-এর অধিকাংশ শেয়ারের মালিক ছিলেন। তাঁদের এক-একজনের হাতে ৩৮ শতাংশ করে শেয়ার ছিল। এর আগে এই মামলার তদন্তে ইডি তাঁদের দুজনকেই জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল।

ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় আসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেড (এবিএল) এবং ইয়ং ইন্ডিয়া সংস্থার ৭০০ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার চূড়ান্ত প্রক্রিয়া শুরু করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। ন্যাশনাল হেরাল্ড পত্রিকা ২০০৮ সাল থেকে ছাপা বন্ধ। ২০১৭ সালে পত্রিকাটির অনলাইন ভার্সন চালু হয়। ইংরেজির পাশাপাশি হিন্দিতে 'নবজীবন' এবং উর্দুতে 'কওমি আওয়াজ'-এরও অনলাইন ভার্সন প্রকাশিত হয়। ১৯৩৮ সালে জওহরলাল নেহরুর হাত ধরে চালু হওয়া ন্যাশনাল হেরাল্ড কংগ্রেসের রাজনৈতিক মতাদর্শকে পাথেয় করে চলে।পত্রিকাটির মালিক এজিএল। সেই সংস্থার সঙ্গে 'ইয়ং ইন্ডিয়া' নামে সংস্থার আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ ঘিরে রাজনীতি এক সময় সরগরম হয়েছিল। বেআইনি পথে আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করে ইডি।

পাহেলগাঁও জঙ্গি হামলার পর ভারতকে সংযম দেখানোর আহ্বান যুক্তরাষ্ট্রের

গত ২২ এপ্রিল জম্মু-কাশ্মীরের পর্যটন কেন্দ্র পাহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় কয়েকজন পর্যটক নিহত হওয়ার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছিলেন ভারতে সফররত মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স। ঘটনার দশদিন পর, তিনি আবারও মুখ খুলে ভারতের প্রতি সংযম দেখানোর আহ্বান জানিয়েছেন।বৃহস্পতিবার ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ভ্যান্স বলেন, তাঁর বিশ্বাস ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানাবে। তবে তিনি সতর্ক করেন, এই উত্তেজনা যেন বৃহত্তর আঞ্চলিক সংঘাতে পরিণত না হয়। ভ্যান্স বলেন, "আমরা আশা করি ভারত এমনভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে, যাতে এটি বৃহত্তর আঞ্চলিক সংঘর্ষে রূপ না নেয়।"উল্লেখযোগ্যভাবে, মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট সরাসরি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সরকারকে এই হামলার জন্য দোষারোপ করেননি। তবে পরোক্ষভাবে পাকিস্তানের মাটিতে জঙ্গি তৎপরতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ইসলামাবাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, "আমরা আশা করি পাকিস্তান দায়িত্ব নেবে এবং ভারতের সঙ্গে মিলে তার ভূখণ্ড থেকে সক্রিয় জঙ্গিদের সনাক্ত ও প্রতিরোধে সহযোগিতা করবে।"হামলার চারদিন পর, ২৬ এপ্রিল, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রথম প্রতিক্রিয়া দেন এবং ঘটনাকে "একটি ভয়াবহ ঘটনা" বলে উল্লেখ করেন। তবে তিনি ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত এবং কাশ্মীরের এলওসি-তে পরবর্তী উত্তেজনাকে গুরুত্ব না দিয়ে বলেন, "সীমান্তে ১৫০০ বছর ধরে উত্তেজনা চলছে। তারা (ভারত ও পাকিস্তান) নিজেদের মধ্যে বিষয়টি মিটিয়ে নেবে। আমি নিশ্চিত।"প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা সুবিদিত হলেও, তিনি শাহবাজ শরিফের সঙ্গেও নিজের পরিচিতির কথা তুলে ধরে বলেন, "আমি দুই নেতাকেই বহু বছর ধরে চিনি। আপনি জানেন, আমি ভারতের খুব ঘনিষ্ঠ, আবার পাকিস্তানেরও খুব ঘনিষ্ঠ।"পাহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডের পর যুক্তরাষ্ট্র সক্রিয়ভাবে পরিস্থিতি শান্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে। বুধবার রাতে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। দুই পক্ষকে শান্ত থাকার অনুরোধ জানালেও তিনি সরাসরি পাকিস্তানকে দোষারোপ করেননি দ্বিপাক্ষিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ভারত ও পাকিস্তান ইতিমধ্যে প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সীমান্তে গত আটদিন ধরে গুলি বিনিময় অব্যাহত আছে। সূত্র অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী মোদী সেনাবাহিনীকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন।এই উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যেই, বৃহস্পতিবার মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ স্পষ্ট করে জানান,



দক্ষিণ এশিয়ার দুটি পারমাণবিক শক্তিধর দেশের মধ্যে সংঘর্ষ চায় না ওয়াশিংটন। তিনি ভারতের আত্মরক্ষার অধিকারকে সমর্থন করলেও, ট্রাম্প প্রশাসনের নিরপেক্ষ অবস্থানের কথাও জানান।ভ্যান্স শুক্রবার যে মন্তব্য করেন, তা এই অবস্থানকেই জোরদার করে। কূটনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, যুক্তরাষ্ট্র বুঝে গিয়েছে যে একপাক্ষিকভাবে ভারতের পক্ষে গেলে পাকিস্তান আরও বেশি করে চীনের দিকে ঝুঁকে পড়তে পারে—যা ট্রাম্প প্রশাসন কোনোভাবেই চাইছে না, বিশেষ করে চলমান বাণিজ্য উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে।

চিকিৎসা শেষ,এবার লন্ডন থেকে ঢাকায় ফিরছেন খালেদা জিয়া



চার মাস পরে আগামী ৫ মে লন্ডন থেকে বাংলাদেশে ফিরবেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া।দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য এ জেড এম জাহিদ হোসেন খালেদা জিয়ার দেশে ফেরার বিষয়টি নিশ্চিত করে বাসসকে বলেছেন, 'ম্যাডামের শারীরিক অবস্থা আগের চেয়ে বেশ ভালো। সবকিছু ঠিক থাকলে তিনি আগামী ৫ মে দেশে ফিরবেন।'সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সফরসঙ্গী হিসেবে থাকছেন তাঁরই দুই পুত্রবধূ তারেক রহমানের সহধর্মিণী চিকিৎসক জুবাইদা রহমান ও আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী শর্মিলা রহমান।বিএনপির নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি নিয়মিত ফ্লাইটে বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ফিরবেন খালেদা জিয়া। দেশে ফিরতে পুরোপুরি এয়ার অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা পাওয়া না গেলেও লন্ডনে খালেদা জিয়ার চিকিৎসক ও সফরসঙ্গীরা সম্ভাব্য সবোচ্চ সুবিধা নিশ্চিত করতে কাজ করছেন। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান পুরো বিষয়টি তদারক করছেন লন্ডন থেকে দেশে ফেরার পথে খালেদা জিয়ার সফরসঙ্গী থাকবেন অটিজন। দুই পুত্রবধূ ছাড়াও সফরসঙ্গী থাকবেন খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেন, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আমিনুল হক চৌধুরী, এপিএস মাসুদুর রহমান ও দুই গৃহপরিচারিকা ফাতেমা বেগম ও রূপা হক।২০১৮ সালে খালেদা জিয়া একটি দুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে পুরান ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী ছিলেন। করোনা মহামারির সময় বিগত সরকার তাঁকে বিশেষ বিবেচনায় কারামুক্তি দেয়। গত বছরের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী সরকারের পতনের পর রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের এক আদেশে খালেদা জিয়া মুক্তি পান। এরপর দুর্নীতির যে দুটি মামলায় তিনি কারাবন্দী ছিলেন, সেগুলোর রায় বাতিল করেন আদালত।চলতি বছরের ৮ জানুয়ারি উন্নত চিকিৎসার জন্য খালেদা জিয়াকে লন্ডনে নিয়ে যাওয়া হয়। টানা ১৭ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর লন্ডন ক্লিনিক থেকে গত ২৫ জানুয়ারি খালেদা জিয়াকে তারেক রহমানের বাসায় নিয়ে যাওয়া হয়। অর্ধযুগের বেশি সময় পর এবার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ঈদ উদ্‌যাপন করেছেন খালেদা জিয়া।তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর কারাবন্দী অবস্থায় চারটি ঈদ কেটেছে কারাগার ও বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে।বর্তমানে ছেলে তারেক রহমানের বাসায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন খালেদা জিয়া। সেখানে তাঁর পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্য পরীক্ষা চলছে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে লিভার সিরোসিস, কিডনি, হার্ট, ডায়াবেটিস, আর্থ্রাইটিসসহ শারীরিক নানা অসুস্থতায় ভুগছেন।

প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত দিল্লি, লাল সতর্কতা জারি, দুর্যোগে মৃত ৪



দুর্যোগের কবলে দিল্লি। বৃহস্পতিবার রাত থেকেই দিল্লি ও রাজধানী অঞ্চলে (এনসিআর) শুরু হওয়া প্রবল ধুলোঝড় ও বৃষ্টিতে শহরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত। শুক্রবার ভোরেও দিল্লি এবং সংলগ্ন এলাকা বজ্রপাত এবং ঝোড়ো বাতাসের সঙ্গে ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। দিল্লি এবং আশেপাশের কিছু অংশে শিলাবৃষ্টিও হয়েছে। এর ফলে প্রচণ্ড গরম থেকে বাসিন্দারা স্বস্তি পেলেও সতর্কতা জারি করা হয়েছে আবহাওয়া দপ্তরের তরফে। প্রাকৃতিক এই দুর্যোগে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত অন্তত ২০০টিরও বেশি ফ্লাইট দেরিতে চলছে এবং কয়েকটি ফ্লাইট অন্যত্র ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে।দিল্লির ধারকা এলাকায় প্রবল ঝড়ে একটি গাছ ঘরের উপর ভেঙে পড়লে এক মহিলা ও তাঁর তিন সন্তানের মৃত্যু হয়েছে।তীব্র ঝড়ো হাওয়ায় গাছ পড়ে তার ছিঁড়ে যাওয়ায় প্রায় ১৫ থেকে ২০টি ট্রেনের সময়সূচিতেও বিলম্ব হয়েছে। দিল্লি বিমানবন্দরে ফ্লাইট আসা-যাওয়ায় গড়ে ২১ মিনিট থেকে ৬১ মিনিট দেরি হচ্ছে। ব্যাঙ্গালোর-দিল্লি এবং পুনে-দিল্লি-সহ কয়েকটি ফ্লাইট জয়পুর ও আহমেদাবাদে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দিল্লি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যাত্রীদের যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে কর্মীরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন। এয়ার ইন্ডিয়া এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, "আমাদের কিছু উড়ান দেরিতে চলছে বা ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যার প্রভাব সামগ্রিক উড়ানের সময়সূচিতে পড়তে পারে।তবে সমস্যা কমানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।"আবহাওয়া দপ্তর শুক্রবার, দিল্লিতে লাল সতর্কতা জারি করেছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, দিল্লিতে এখন তাপমাত্রা ১৯.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে এসেছে এবং ঘণ্টায় ৭০-৮০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্র-বিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শেষ তিন ঘণ্টায় দিল্লির সাফদারজং-এ ৭৭ মিমি, লোধি রোডে ৭৮ মিমি, পালামে ৩০ মিমি, নাজফগড়ে ১৯.৫ মিমি ও পিতমপুরায় ৩২ মিমি বৃষ্টিপাত রেকর্ড হয়েছে।ঝড়বৃষ্টির কারণে গাছ ভেঙে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। প্রয়োজন না হলে এ দিন ঘরে বাইরে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বাসিন্দাদের। শনিবার পর্যন্ত দিল্লিতে ভারী বৃষ্টি হতে পারে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশেও বজ্রপাত-সহ বৃষ্টি হতে পারে বলেও জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর।

জনমত KOLKATA • SATURDAY 3 MAY 2025 Price: Rs.

একই দিনে রোনাল্ডো ও মেসির দল বিদায় নিল



আবুধাবি ও মায়ামি— বিশ্ব ফুটবলে আর্জেন্টিনার লিওনেল মেসি ও পর্তুগালের ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো বলতেই সমর্থকরা অজ্ঞান। কিন্তু অবাক হতে হয়, একই দিনে দুই ক্লাবের হয়ে মাঠে নামেন মেসি ও রোনাল্ডো। দুই তারকা ফুটবলারের ক্লাব হেরি গিয়ে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিলেন। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো এখন খেলেন সৌদি আরবের আল নাসের দলে। আর দক্ষিণ ফ্লোরিডার ইন্টার মায়ামির হয়ে মাঠে নামেন মেসি। তাই তাঁদের খেলা দেখার জন্য গ্যালারিতে কোনও জায়গা থাকে না। বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠে হার স্বীকার করলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। আল নাসের দল হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শেষে এদিন খেলা ড্র করলেও শেষ পর্যন্ত দুই লেগের খেলায় হেরে গেল জাপানের কাওয়াসাকি ফ্রন্টেলের কাছে ২-৩ গোলের ব্যবধানে। এই হারের ফলে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ চারের খেলা থেকে বিদায় নিতে হল।

আবার একই দিনে আমেরিকার চ্যাম্পিয়ন্স কাপ থেকে বিদায় নিয়েছে মেসির ইন্টার মায়ামি দল। কানাডার ভ্যাঙ্কুবারের কাছে হারতে হল ১-৩ গোলের ব্যবধানে মেসিদের। দুই লেগে ব্যবধান দাঁড়ায় ৫-১ গোল। এই জয়ের ফলে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়ে গেল তারা। মেসি একেবারেই এদিন ছন্দে ছিলেন না। বেশ কয়েকটি সুযোগ পেয়েও আর্জেন্টিনার তারকা ফুটবলার মেসি গোল করতে পারেননি। খেলার ৯ মিনিটের মাথায় জর্দি আলবার গোলে ইন্টার মায়ামি এগিয়ে গেলেও তা ধরে রাখতে পারেনি। মেসির মতো সুয়ারেজকেও ফর্মে দেখতে পাওয়া যায়নি। খেলার ৫১ ও ৫৩ মিনিটে পরপর দু'টি গোল করে ভ্যাঙ্কুবার মেসিদের আত্মবিশ্বাস ভেঙে দেয়। গোল করেছেন ব্রায়ান হোয়াইট এবং পেড্রো ভিটে। ৭১ মিনিটে সেবাস্তিয়ান বারহেন্টারের গোলে ভ্যাঙ্কুবারের জয় নিশ্চিত হয়ে যায়।

অন্যদিকে খেলার ১০ মিনিটেই তাতসুয়া ইতোরের গোলে কাওয়াসাকি ফ্রন্টেল এগিয়ে যায়। ২৮ মিনিটে আল নাসেরের হয়ে খেলায় সমতায় ফেরান সাদিও মানে। ৭৬ মিনিটে জাপানের ফ্রন্টেল ক্লাব আবার এগিয়ে যায় আকিহিরো এনাগার গোলে। ৮৭ মিনিটে আল নাসেরের হয়ে আয়মান ইয়াহিয়া গোল করে খেলায় সমতা ফেরান। কিন্তু প্রথম লেগে সেমিফাইনালে ১-৩ গোলে এগিয়ে থাকায় কাওয়াসাকি ফ্রন্টেল ৩-২ গোলের ব্যবধানে জয়ের সুবাদে ফাইনালে খেলার পথ পরিষ্কার করে নেয়।

ফের সাসপেন্ড শ্রীসন্থ



বিতর্ক যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ে না তাঁর। তিনি শান্তাকুমারন শ্রীসন্থ। পুরনো একটি বিতর্ক ফের দানা বেঁধেছে তাঁকে ঘিরে। কেবল দানা বাঁধাই নয়, এর জন্য তাঁকে সাসপেন্ডও পর্যন্ত হতে হল। কেরল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন প্রাক্তন ভারতীয় পেসারকে তিন বছরের জন্য বরখাস্ত করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতীয় দল থেকে সঞ্জু স্যামসনকে বাদ দেওয়া নিয়ে 'মিথ্যা ও অবমাননাকর' মন্তব্য করেছিলেন।

শ্রীসন্থ বর্তমানে কেরল ক্রিকেট লিগের একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি দল কোলাম এরিজের অন্যতম মালিক। কোচিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল কেরালা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সভা। সেখানেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে সঞ্জুর জায়গা না পাওয়া নিয়ে সরব হয়েছিলেন শ্রীসন্থ। ঘরোয়া ক্রিকেটে সুযোগ মেলেনি বলেই ভারতীয় দলে নির্বাচিত হননি সঞ্জু – এমনই মত ছিল প্রাক্তন পেসারের।

শ্রীসন্থ বলেছিলেন, "আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খেলে এমন ক্রিকেটার আমাদের রাজ্যে মাত্র একজনই রয়েছেন। তিনি সঞ্জু স্যামসন। ওর পাশে সবার দাঁড়ানো উচিত। কেরল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন কোনও ক্রিকেটারই তো তৈরি করতে পারেনি। অনেক ভালো ক্রিকেটার থাকলেও কেসিএ কি তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে কখনও?" এরপর বিজয় হাজারে ট্রফিতে কেরল দলে সঞ্জুর সুযোগ না পাওয়ার কথা তুলে ধরে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন শ্রীসন্থ। কিন্তু ভারতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটারের পাশে দাঁড়াতেই তোপ দাগে কেসিএ'ও। তাদের দাবি ছিল, সঞ্জু নিয়ে সঠিক কথা বলছেন না শ্রীসন্থ। আর সেই কারণেই তাঁকে শোকজ নোটিসও পাঠায় সংস্থা।

কেরল ক্রিকেট সংস্থার টি-২০ লিগে একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের অন্যতম মালিক শ্রীসন্থ। ফলে কোনও ক্রিকেটারের হয়ে সরব হওয়া শ্রীসন্থের উচিত নয় বলে মত ছিল কেসিএ'র। তাদের বক্তব্য, "গড়াপেটার অভিযোগে শ্রীসন্থ জেলে থাকাকালীন কেরল ক্রিকেট সংস্থা তাঁর পাশে ছিল। তাঁর সঙ্গে দেখাও করতে গিয়েছিলাম আমরা। পরে আদালতের রায়ে তিনি মুক্তি পান। কিন্তু কোনও ক্রিকেটারের হয়ে কথা বলা উচিত নয় শ্রীসন্থের।" কেরল ক্রিকেট সংস্থা গড়াপেটার প্রসঙ্গ উসকে দিতেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে প্রাক্তন ভারতীয় তারকা জানিয়েছিলেন, ভিনরাজ্য থেকে ক্রিকেটার এনে খেলায় কেরল। এটা রাজ্যের ক্রিকেটারদের জন্য লজ্জার। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার সঞ্জু। যারা জাতীয় দলের জার্সিতে খেলার স্বপ্ন দেখে, কেরল ক্রিকেটের বদনাম্যতায় তারা সঠিক সুযোগ পাচ্ছে না। এরপরই যোগ করেন, "আমাকে অপমানজনক মন্তব্য করে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। এদের জবাবদিহি করতে হবে।"

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস! আইপিএল ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে ধর্ষণের গুরুতর অভিযোগ

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে মজে দেশ। আইপিএল মানেই ক্রিকেট এবং বিনোদনের মেলবন্ধন। সুপারস্টারদের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স। নতুন তারকার উত্থান। বেশির ভাগই ম্যাচেই রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতি তৈরি হয়। ক্রিকেট প্রেমীদের কাছে এই সময়টা বিনোদনের সেরা মাধ্যম ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ। হাতে গোনা কিছু ম্যাচই একতরফা হয়। যেমন বৃহস্পতিবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম রাজস্থান রয়্যালস ম্যাচটিই হল। কিন্তু এর মাঝেই এক অস্বস্তির খবর। রাজস্থানের এক তরুণী গুরুতর অভিযোগ এনেছেন ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের এক ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস এবং ধর্ষণের অভিযোগ। অভিযুক্ত ক্রিকেটারের নাম শিবালিক শর্মা। ঘরোয়া ক্রিকেটে পরিচিত নাম। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে ছিলেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স শিবিরে। যদিও খেলার সুযোগই পাননি। আর তাতেই আইপিএলের নাম জড়িয়ে গিয়েছে। রাজস্থানের যোধপুরের এক তরুণী অভিযোগ দায়ের করেছেন এই ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে।

লিখিত অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেছেন, বছর দুয়েক আগে তিনি বরোদা গিয়েছিলেন। সেখানেই শিবালিকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এরপর বন্ধুত্ব। তিনি যোধপুরে ফিরলেও ফোনে নিয়মিত যোগাযোগ হত। সাত মাস পর পরিবারের উপস্থিতিতে তাঁদের এনগেজমেন্টও হয় বলে উল্লেখ পুলিশের।

কেস ফাইলে আরও দাবি, শিবালিক ২০২৪ সালে যোধপুরে সেই তরুণীর বাড়িতেও গিয়েছিলেন। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর সঙ্গে সহবাসও করেছেন। এরপর তরুণীর পরিবারকে বরোদায় শিবালিকের পরিবার আমন্ত্রণ জানায় বলে দাবি।

সেখানে তরুণীর পরিবারকে শিবালিকের পরিবারের তরফে জানানো হয়, তাদের ছেলে অনেক মেয়ের থেকেই প্রেম প্রস্তাব পাচ্ছে। তাঁর পরিবারকে অপমান করে বের করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ তরুণীর। তাঁর আরও দাবি, শিবালিককে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেও লাভ হয়নি। উল্টো তাঁকে হুমকি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ তরুণীর। পুলিশে অভিযোগ দায়েরের পরই তরুণীকে মেডিক্যাল চেকআপের জন্য পাঠানো হয়। যোধপুর পুলিশের তরফে এসিবি আনন্দ রাজপুরোহিত বলেন, 'কিছুদিন আগেই তরুণী এক ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেছিল। যেখানে বলা হয়েছিল, বিয়ের মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে শারীরীক সম্পর্ক হয়েছিল। তদন্ত চলছে। তরুণী আরও জানিয়েছে, তাদের এনগেজমেন্টে ২০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল।'

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে প্রথম লেগের খেলা ড্র করে বার্সেলোনা চাপে



বার্সেলোনা— চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সেমিফাইনাল ম্যাচে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শেষে ইন্টার মিলান ও বার্সেলোনার খেলাটি ৩-৩ গোলে শেষ হয়। ভাগ্য প্রসন্ন থাকলে ইন্টার মিলান এই ম্যাচটি জিততেও পারত। খেলার ৩৩ সেকেন্ডের মধ্যে ইন্টারকে গোল করে এগিয়ে দেন মার্কাস থুরাম। এদিন তিনি দ্রুততম গোলের নজির গড়লেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগে। পিছিয়ে থেকেও কোনও সময়ের জন্যও বার্সেলোনা আক্রমণ সরে থাকেনি। পাল্টা আক্রমণে ২১ মিনিটের মাথায় ইন্টারের হয়ে একক দক্ষতায় দুরন্ত গোল করেন ডেনজেল ডমফ্রিস। ইন্টার মিলান ২-০ গোলে এগিয়ে যায়। তবে ৩ মিনিটের ব্যবধানে বার্সেলোনার হয়ে গোলের ব্যবধান কমান ইয়ামাল। আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণের মধ্য দিয়ে ম্যাচ গড়াতে থাকে। তারই মধ্যে ৩৮ মিনিটে খেলায় সমতা ফেরান বার্সেলোনার রাফিনহা। এরপর প্রথমার্ধে খেলার ফলাফলে কোনও পরিবর্তন হয়নি।

দ্বিতীয়ার্ধের ৬৩ মিনিটে কর্নার থেকে দুরন্ত হেডে গোল করে আবারও ইন্টারকে এগিয়ে দেন ডমফ্রিস। তবে বেশিক্ষণ এগিয়ে থাকতে পারেনি ইন্টার মিলান। এর মিনিট দুয়েকের মধ্যেই ইন্টার গোলরক্ষক ইয়ান সমারের ভুলে সমতায় ফেরে বার্সেলোনা। আবারও গোল করেন রাফিনহা। খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়ায় বার্সেলোনা কিছুটা চাপে পড়ে গেল। খেলার শেষে বার্সার কোচ হ্যান্সি ফ্লিক বলেন, 'এখনও পরের লেগের খেলা বাকি রয়েছে। সেই ম্যাচ জিততেই হবে। সেই কারণেই আগামী ম্যাচ বলতেই ফাইনাল ম্যাচ বলে খেলতে নামতে হবে। আগামী ৬ মে মিলানের সানসিরো স্টেডিয়ামে সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগের খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

নতুন ভূমিকায় কপিল দেব



মুম্বই— আবার শুরু হতে চলেছে মুম্বইয়ে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট লিগ। দীর্ঘ ৬ বছর এই টুর্নামেন্ট বন্ধ ছিল। আগামী ২৬ মে থেকে খেলা শুরু হচ্ছে। আর এই লিগে ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক কপিল দেবকে নতুন ভূমিকায় দেখা যাবে। কপিল দেবকে নতুন ভূমিকায় দেখা নিয়ে ইতিমধ্যেই উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। এই প্রতিযোগিতার অন্যতম দল সোবো মুম্বই ফ্যালকনস-এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, কপিল দেব ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার হিসেবে দলের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন। এবারের রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বোলিং কোচ ওমকার সালভিকেও প্রধান কোচ হিসেবে এই দলে যুক্ত করা হয়েছে। ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার হওয়ার পরে কিংবদন্তী ক্রিকেটার কপিল দেব বলেছেন, 'মুম্বই দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় ক্রিকেটের হৃদয় এবং আত্মা। মুম্বই টি-টোয়েন্টি লিগে সোবো মুম্বই ফ্যালকনস যখন তাদের অভিযান শুরু করতে চলেছে, সেই সময় তাদের পাশে দাঁড়াতে পেরে আমি গর্বিত।' পাশাপাশি ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার হিসেবে কপিল দেব তরুণদের নতুন পথ দেখতে চান। এই ধরনের প্রতিযোগিতায় তরুণ ক্রিকেটারদের কাছে বড় একটা মঞ্চ। এখানে তাঁরা যদি ভালো খেলতে পারেন, তাহলে আগামী দিনে বড় কোনও দলে জায়গা করে নিতে পারবেন। এমনকি ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তাঁদের ডাক আসতে পারে। পরবর্তীতে জাতীয় দলে ডাক আসাটা কোনও অসম্ভব নয়।



আইপিএলের প্লে অফের লড়াইয়ে কেকেআরের সামনে অগ্নিপরীক্ষা। হাতে আর চারটে ম্যাচ। একটা ম্যাচে হার মানেই পা হড়কে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। শনিবার রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ম্যাচ। শুক্রবার 'জনমত' এর ক্যামেরায় ধরা পড়ল কেকেআর-এর অনুশীলন।

রাজস্থান ম্যাচের আগে কপাল ফাটলো হার্দিকের



মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ড্যের বাঁ চোখের উপরে কপালে ব্যান্ডেজ বাঁধা। তখনই আলোচনা শুরু হয়েছিল, কী হয়েছে হার্দিকের? কী ভাবে চোট পেলেন তিনি? তখন হার্দিক বা মুম্বই কিছু না জানালেও পরে তা জানা গিয়েছে। রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে খেলা শুরুর আগে চোট পেয়েছেন হার্দিক।

রাজস্থানের বিরুদ্ধে খেলার আগে অনুশীলন করছিল মুম্বই। সেই সময় স্থানীয় এক বোলারের বলে সুইপ মারতে যান হার্দিক। বল তাঁর ব্যাটে লেগে বাঁ চোখের উপর কপালে লাগে। সঙ্গে সঙ্গে হার্দিকের চোট পরীক্ষা করে দেখেন দলের চিকিৎসকেরা। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর কপালে সাতটি সেলাই পড়ে। সেই সেলাই নিয়েই তিনি রাজস্থানের বিরুদ্ধে খেলতে নামেন।

রাজস্থানের বিরুদ্ধে সেই কারণে একটি বিশেষ ধরনের রোদচশমা পরেছিলেন হার্দিক। সেই চশমা কপালের ব্যান্ডেজের উপরে ছিল। এমন ভাবে সেই চশমা ছিল যাতে আবার কপালে চোট না লাগে। ম্যাচ চলাকালীন অবশ্য আর চোটের জায়গায় লাগেনি হার্দিকের। ম্যাচ শেষে তিনি জানিয়েছেন, দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন হার্দিক।

কপালে চোট পেলেও মাঠে তার কোনও প্রভাব দেখা যায়নি। চার নম্বরে ব্যাট করতে নেমে বিধ্বংসী ব্যাট করেছেন। প্রথমে কিছুটা চুপ থাকলেও যত ইনিংস গড়িয়েছে তত হাত খুলেছেন তিনি। শেষ দিকে ফজলহক ফারুকির এক ওভারে নিয়েছেন ২২ রান। মূলত উইকেটের সামনের দিকেই খেলতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। ২৩ বলে ৪৮ রানের ইনিংস খেলেছেন হার্দিক। ছ'টি চার ও একটি ছক্কা মেরেছেন তিনি। সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে হার্দিকের জুটি মুম্বইয়ের রান ২১৭ পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছে।

এ বার আইপিএলের শুরুটা ধীরে হলেও যত প্রতিযোগিতা গড়িয়েছে তত খেলা ধরেছে মুম্বই। শেষ প্রথম পাঁচটি ম্যাচের মধ্যে মাত্র একটি জিতেছিল তারা। পরের ছ'টি ম্যাচ টানা জিতেছে তারা। ১১ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে এখন পয়েন্ট তালিকায় সকলের উপরে মুম্বই। হার্দিকেরা যা খেলছেন তাতে তাঁদের প্লে-অফে ওঠা সময়ের অপেক্ষা। ২০২০ সালের পর আর আইপিএল জিততে পারেনি মুম্বই। এ বার কিন্তু আবার সমর্থকদের আশা দেখাতে শুরু করেছে পাঁচ বারের আইপিএল চ্যাম্পিয়নেরা।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের বাংলাদেশ সফর অনিশ্চিত

মুম্বই— তাহলে কি বাংলাদেশ সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দলের আসন্ন সীমিত ওভারের সিরিজ বাতিল হতে চলেছে? আগামী আগস্ট মাসে বাংলাদেশে খেলার কথা ছিল ভারতীয় দলের। বিসিসিআই ইতিমধ্যেই সেই সফরের ক্রীড়াসূচি প্রকাশ করে দিয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের বন্ধুত্ব একেবারে তলানিতে রয়েছে। বাংলাদেশ কাশ্মীর প্রসঙ্গে পাকিস্তানকেই সমর্থন করেছে। অনেকেই বলছেন, যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। আর বাংলাদেশ উস্কানি দিয়ে পাকিস্তানের পাশে রয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত যা খবর, বাংলাদেশে নাও খেলতে যেতে পারে ভারতীয় দল। সেখানে তিনটি একদিনের, ও টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলার কথা ছিল দুই দেশের মধ্যে।



বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে বিসিসিআই ভারতীয় দলকে না পাঠানো নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে রয়েছে। আগেই ঘোষণা করা হয়েছে, পাকিস্তানের সঙ্গে কোনওভাবেই কোনও খেলায় অংশ নেবে না ভারত। অন্যসূত্রে জানা গিয়েছে, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের মাটিতে এশিয়া কাপ ক্রিকেটে প্রতিবেশী দেশগুলিকে খেলতে নাও দিতে পারে। তাই আগস্ট মাসে বাংলাদেশ সফর নিয়ে বেশ কিছু নিরাপত্তার প্রশ্ন উঠেছে। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেইখানে ভারতীয় দলের ক্রিকেটারদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অবশ্য আগামী সেপ্টেম্বর মাসে এশিয়া কাপ ক্রিকেট শুরু হচ্ছে। তার জন্য এই বাংলাদেশ সফরকে প্রস্তুতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ১৭ আগস্ট মীরপুরে ভারত ও বাংলাদেশের প্রথম একদিনের ম্যাচ শুরু হওয়ার কথা। পরবর্তী দু'টি ম্যাচের দিন নির্দিষ্ট করা হয়েছিল ২৯ ও ৩১ আগস্ট।

এই মুহূর্তে কাশ্মীরের পহেলগামে জঙ্গি হানার পরে ভারতের বেশ কিছু জায়গায় সতর্ক করা হয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতীয় দলের রাজনৈতিক

এবার নিষিদ্ধ বাবর-রিজওয়ানদের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট



পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর পাকিস্তানি ক্রিকেট তারকাদের ইনস্টাগ্রামে কোপ পড়তে শুরু করছে। একঝাঁক ক্রিকেটারের অ্যাকাউন্ট নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বাবর আজম, মহম্মদ রিজওয়ান, শাহিন আফ্রিদি, হ্যারিস রাউফের মতো পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের ইনস্টাগ্রাম ব্লক করে দেওয়া হয়েছে ভারতে। পাশাপাশি হানিয়া আমির, মাহিরা খান, আলি ফজলের মতো একাধিক জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রীর অ্যাকাউন্টও ভারতে ব্লক করা হয়েছে। এভাবেই পাকিস্তানের উপর 'ডিজিটাল স্ট্রাইক' জারি রেখেছে ভারত।

বাবর, রিজওয়ান, শাহিন, হ্যারিস বর্তমান পাকিস্তান দলের জনপ্রিয় ক্রিকেটার। বিশ্বজুড়ে তাঁদের বিশাল ভক্তসংখ্যা। তাঁরা এখন পিএসএলে খেলতে ব্যস্ত। বাবর পেশোয়ার জালমির নেতৃত্ব দিচ্ছেন। রিজওয়ান মূলতান সুলতানসের অধিনায়ক। বাঁ-হাতি পেসার শাহিন লাহোর কালান্দার্সের অধিনায়ক। হ্যারিস রয়েছেন লাহোর দলে। তাঁদের সকলের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট ব্লক করে দেওয়া হয়েছে ভারতে। ভারতীয় কোনও নেটিজেন তাঁদের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে ঢুকতে গেলেই দেখেন মেসেজ ভেসে উঠছে, 'এই অ্যাকাউন্টটির ভারতে কোনও অস্তিত্ব নেই। কারণ আমরা আইনি অনুরোধ মেনে এই কন্টেন্ট সীমাবদ্ধ করেছি।'

এখানেই শেষ নয়, বৃহস্পতিবার থেকে ইনস্টাগ্রামে মিলছে না অলিম্পিকে সোনার পদক জয়ী আরশাদ নাদিমের অ্যাকাউন্টও। উল্লেখ্য, নিজের নামাঙ্কিত প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য 'বন্ধু' নাদিমকে ভারতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন নীরজ চোপড়া।

কিন্তু পহেলগাঁও হামলার পরে ভারতে আসছেন না নাদিম। এহেন পরিস্থিতিতে ভারতে নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ারের ইনস্টাগ্রাম। পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার ২৬ জনের মৃত্যুর ঘটনায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বদলার হুঁশিয়ারি দিয়েছে ভারত। এই আবহেই ভারতের বিরুদ্ধে লাগাতার মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করছিল পাকিস্তানের ইউটিউব চ্যানেলগুলো। ভারতীয় সেনা ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে প্রচার চালানোর পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক উসকানিমূলক কনটেন্ট ছড়ানো হচ্ছিল। বিষয়টি নজরে আসতেই ১৬টি ইউটিউব চ্যানেল নিষিদ্ধ করা হয় ভারতে। সেই তালিকায় ছিল প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার শোয়েব আখতারের চ্যানেলও।

Editor in Chief: Nilanjan DasGuptaConsulting Editor: Nabarun Majumdar Contact No: +91 9674740000 EMAIL : editor@jazzbaat24.com No.U92490JK2022PTC013572,--- RNI Application No. T/WB/2024/27Printed by: Jazzbaat24 News Network Pvt Limited Baruipara, Domjur, Howrah, West Bengal 711405